NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ তৃণমূল গুন্ডাদের পার্টি, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলকে তোপ শুভেন্দুর

এ যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের ৩

কলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১১ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.02.2026, Vol.19, Issue No. 254, 8 Pages, Price 3.00

প্রয়াত ‘বঙ্গ রাজনীতির চাণক্য’

মুকুল ঝরল চিরতরেই

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, বেদনাহত মুখ্যমন্ত্রীও

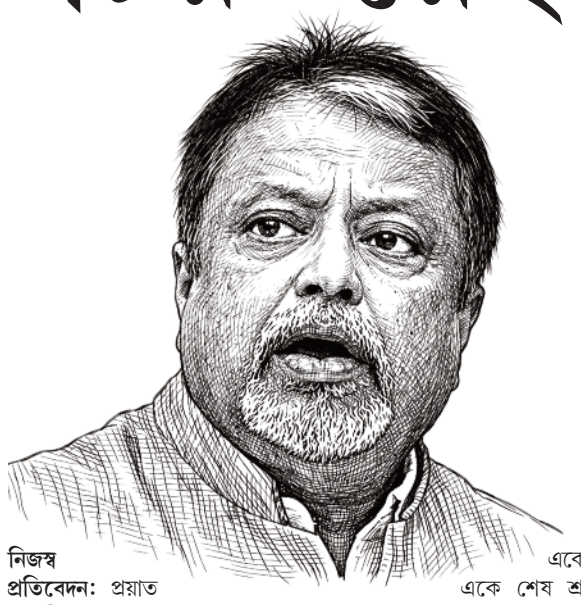

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত একে একে শেষ শ্রদ্ধা জানান অনেকে। ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে সেখান থেকে মুকুলের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় হালিশহরের শ্মশানে। সেখানেই সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তায় তাঁর দেহের আশেপাশে ছিলেন অগুনতি মানুষ। পদযাত্রায় মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায়ের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত যান অভিষেকও। শেষকৃত্যের সময়েও ছিলেন তিনি। শেষযাত্রা এবং শেষকৃত্যের সময় ছিলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে, চিকিৎসক নেতা নির্মল মাঝি, কেশপুরের বিধায়ক শিউলি সাহা, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। সওয়া ৭টা নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় মুকুলের।

মুকুল রায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ‘মুকুল রায়ের মৃত্যু বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি যুগের অবসান। প্রবীণ এই নেতার বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল।’ মুকুলকে তৃণমূল তৈরির অন্যতম কারিগর বলে অভিহিত করে অভিষেক লিখেছেন, ‘সংগঠন তৈরি এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি (মুকুল) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জনজীবনে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় থাকবে।’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা, ভ্রাতৃসম রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের প্রয়াণে বিচলিত এবং বেদনাহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তৃণমূলের হয়ে মুকুল রায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের স্মৃতিচারণা করেন তিনি। ‘দলমত নির্বিশেষে তাঁর অভাব অনুভব করবে রাজনৈতিক মহল।’ শোকজ্ঞাপন করে লিখলেন মমতা। বঙ্গ রাজনীতির চাণক্যর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও। অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘বাংলার জনজীবনে তাঁর অবদান এক বিশেষ অধ্যায় হয়ে থাকবে।’ তিনি আরও জানান, ‘দলের প্রাথমিক পর্বে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও দূরদৃষ্টি অনস্বীকার্য।’

তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই দলের সঙ্গে ছিলেন মুকুল রায়। তিনি যে দলের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। পরবর্তীতে বদলেছে একাধিক সমীকরণ। ঘাসফুল ছেড়ে পদ্মশিবিরের শরিক হয়েছিলেন তিনি। যদিও পরবর্তীতে ঘর ওয়াপসিও হয়। সোমবার সকালে মুকুল রায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্মৃতিচারণা করলেন দলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ‘প্রবীণ রাজনীতিবিদ মুকুল রায়ের প্রয়াণের সংবাদে আমি বিচলিত ও মর্মাহত। তিনি আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন, বহু রাজনৈতিক সংগ্রামের সহযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর বিদায়ের খবর আমাকে বেদনাহত করেছে।’

মুকুল রায়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি বাংলায় লেখেন, ‘প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী মুকুল রায়ের প্রয়াণে শোকাহত। তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সমাজসেবামূলক প্রচেষ্টা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা জানাই।’ প্রসঙ্গত, তৃণমূল ছেড়ে ২০১৭ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন মুকুল। যদিও পরে তৃণমূলে ফেরেন। তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিজেপির বিধায়ক পদেই রইলেন তিনি।

আপনাদের সেবার সুযোগ দিন, বঙ্গবাসীকে খোলা চিঠি মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভুয়ো ভোটার, অনুপ্রবেশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করলেন চিঠিতে। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি নিয়েও খোঁচা দিলেন রাজ্য সরকারকে। একই সঙ্গে ধর্মীয় শরণার্থীদেরও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়ে বার্তা দিয়ে রাখলেন খোলা চিঠিতে।

ফেব্রুয়ারির শুরুর দিক থেকে রাজ্যে ‘গৃহ সম্পর্ক অভিযান’ শুরু করেছে বিজেপি। সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারাভিযান চলছে। বিজেপি সূত্রে খবর, ওই কর্মসূচির মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রীর লেখা খোলা চিঠি তুলে দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের হাতে। চিঠিটির শুরুই হয়েছে, ‘আমার প্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসী’ দিয়ে। তার পরেই ‘জয় মা কালী’ লিখে চিঠির মূল বয়ান শুরু করেছেন মোদী।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লিখেছেন, ‘আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কোন পথে চালিত হবে, তা নির্ভর করছে আপনার একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের উপর। সেই গুরুদায়িত্ব আপনাদের।’ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথাও সেখানে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, স্বাধীনতার পর থেকে একটি দীর্ঘ সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গই ছিল দেশের অর্থনীতি এবং শিল্পে অগ্রণী ভূমিকায়। কিন্তু এখন ‘অপশাসন’ এবং ‘তোষণমূলক’ রাজনীতির কারণে পশ্চিমবঙ্গের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে লিখেছেন তিনি।

চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, কর্মসংস্থানের অভাবে যুবসমাজ ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্থায়ী চাকরির অভাব নিয়ে বিজেপি অতীতে বার বার সরব হয়েছে। প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যে ভারী শিল্পের অভাব নিয়েও। রাজ্যবাসীকে লেখা খোলা চিঠিতেও সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের নারী নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী লিখেছেন, ‘নিরাপত্তার অভাবে আমার পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেরা আজ শঙ্কিত এবং ত্রস্ত।’ পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা কেন নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন, তা নিয়ে অবশ্য বিস্তারিত বর্ণনা দেননি তিনি। তবে অনেকে মনে করছেন, ২০২৪ সালে আরজি কর হাসপাতালের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার কথাই ফের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন মোদী।

একই সঙ্গে নাম না করে মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশেও বার্তা দিয়ে রেখেছেন তিনি। খোলা চিঠিতে মোদী লিখেছেন, বিজেপি রাজ্যবাসীর সেবা করার সুযোগ পেলে ধর্মীয় শরণার্থীরা সিএএ-র মাধ্যমে এ দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। অনেকে মনে করছেন, এই বার্তার মাধ্যমে আসলে মতুয়াদের কাছেই নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তিনি।

বাঙালি মনীষীদের কথা উল্লেখ করে মোদী লেখেন, ‘সেই পুণ্যভূমিই অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং নারী নির্যাতনে কলঙ্কিত।’ তিনি আরও লেখেন, ‘সোনার বাংলায় আজ ভুয়ো ভোটারের দাপট। নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবতে থাকা পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে আজ সমগ্র ভারত চিন্তিত।’

রাজ্যবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে তাঁরা এই ‘সমস্যা’ দূর করবেন। তিনি লেখেন, ‘‘আর কত দিন আমরা সহ্য করব?... আপনাদের সেবা করার একটি সুযোগের জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এমন একটি সুযোগ, যেখানে কবিগুরুর ভাষায় ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’, সেখানে দুর্নীতি এবং অপশাসন থেকে মুক্তি মিলবে।’’

বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে বাহিনী!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য জুড়ে বেআইনি নির্মাণের ঘটনায় নানা ধরনের অভিযোগ সামনে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলাও হয়েছে বহু। জমা পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ রিপোর্ট। এবার বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হাকে। মামলার পর্যবেক্ষণে বিচারপতি স্পষ্ট বললেন, ‘বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বিষয়ে রাজ্যের উপর বিশেষ ভরসা নেই।’

সোমবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি এও বলেন, ‘এইসব নির্মাণ নিয়ে আদালতের কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছে, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে কোনও কাজ হচ্ছে, এমন কোনও তথ্য নেই। কোর্ট রিপোর্টের ভারে ভরে গিয়েছে। আর রিপোর্ট নেব না। এবার ফিজিক্যাল কাজ হয়েছে দেখতে চাই।’ এরপরই বিচারপতি জানান, রাজ্য না পারলে আধা সামরিক বাহিনীকে নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হবে। আর এরই সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করার কথা বলেন বিচারপতি সিন্‌হা।

এদিন মামলাকারীর আইনজীবী জানান, কেএমসি-র কাছে পরিকাঠামো চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোনও প্রতিনিধি পাওয়া যায়নি। চৌবাগা-সহ আশপাশের এলাকায় বেআইনি বিদ্যুৎ কাটার কাজ করা যায়নি বিক্ষোভের জন্য। জলা জায়গাকে আগের অবস্থায় ফেরানোর চেষ্টা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

এই প্রসঙ্গে বিচারপতির জানতে চান, যে ৫০৫টি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার কথা বলা হয়েছিল সেগুলির কী হল তা নিয়ে। এর উত্তরে ‘ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি’র তরফে বলা হয়, বহুবার জেলাশাসককে বলেও কোনও সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই বিচারপতি বলেন, ‘এইভাবে রাজ্যের থেকে সাহায্য না পাওয়া গেলে, প্যারামিলিটারি ফোর্সের জন্য অর্ডার দেব। এছাড়া আর কিছু করার নেই। কেন্দ্রীয় সরকারকে মামলায় যুক্ত করুন। আপনারা যদি বিক্ষোভ সামলাতে না পরেন তাহলে অন্য এজেন্সিকে ডাকতে হবে।’ আগামী ১৬ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

কমিশন-হাইকোর্ট বৈঠক, তথ্যে ঘাটতিতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া ঘিরে টানাপড়েনের আবহে অবশেষে মুখোমুখি বৈঠক সেরে নিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও কলকাতা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির দপ্তর। সোমবার বিকেলের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সমন্বয়েই জট কাটানোর রূপরেখা চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বৈঠক সূত্রে খবর, নথি সরবরাহে অসামঞ্জস্য ও তথ্যের খুঁটিনাটি ঘাটতি নিয়েই মূলত আলোচনা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারকদের একাংশ স্পষ্ট তথ্য না পাওয়ায় অসুবিধার কথা তুলেছিলেন। এক উচ্চপদস্থ বিচার বিভাগীয় কর্তা বৈঠক শেষে বলেন, ‘যাচাই প্রক্রিয়া নির্ভুল করতে হলে পূর্ণাঙ্গ ও বিন্যস্ত তথ্য জরুরি। অস্পষ্ট নথি নিয়ে এগোনো সম্ভব নয়।’

কমিশনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, জেলা ও বিধানসভাভিত্তিক তালিকা দ্রুত হালনাগাদ করে সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি জেলায় তদারকি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক কমিশন আধিকারিকের কথায়, ‘কাজের গতি ও স্বচ্ছতা, দু’দিকই নিশ্চিত করাই এখন লক্ষ্য।’

ভোটার তথ্য পর্যালোচনার এই বৃহৎ প্রক্রিয়ায় কয়েক লক্ষ নয়, বিপুল সংখ্যক নথি এখনও পরীক্ষাধীন। প্রশাসন-বিচার বিভাগের এই সমন্বিত উদ্যোগে স্থবিরতা কাটবে বলেই আশা সংশ্লিষ্ট মহলের।

জানা যায়, এই বৈঠকেই বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা কীভাবে নথি যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবেদন গ্রহণ এবং বাতিল কীভাবে সেই পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। কেন বাতিল তাও জানানো যাবে। শুধু তাই নয়, কী কাজ হয়েছে এবং কোন নিয়ম মেনে আগামিদিনে এগোতে হবে, তা নিয়েও একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা এদিনের বৈঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে খবর।

হাইকোর্ট সূত্রে এদিন আরও জানা যাচ্ছে, এদিন বৈঠকে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্ধারিত নির্দেশিকার বাইরে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। কমিশনের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সব নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকে নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে পোর্টাল কমিশন তৈরি করেছে তাও দেখানো হয়। শুধু তাই নয়, পুরো প্রক্রিয়া কীভাবে হবে এবং বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয় কমিশন।

এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জন্য নিয়োজিত বিশেষ পর্যবেক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস এন কে মিশ্র, রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক পীযূষ পান্ডে, কলকাতার নগরপাল সুপ্রতিম সরকার, আইন-শৃঙ্খলা বিভাগের এডিজি বিনীত গোয়েল, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর রাজ্য আইজি সঞ্জয় যাদব এবং রাজ্য ও স্টেট সিএপিএফ সমন্বয়কারী গৌরব শর্মা।

ভারতীয়দের দ্রুত ইরান ছাড়ার শলা নয়াদিল্লির

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: ছাত্র বিক্ষোভে নতুন করে উত্তপ্ত ইরান। সে দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা এখনও সরাসরি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি না-দিলেও চাপানউতর চলছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশটির সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আবার সতর্কতা জারি করল তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস। সে দেশে থাকা ভারতীয়দের দ্রুত ইরান ছাড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য হেল্পলাইন নম্বরও চালু করেছে ভারতীয় দূতাবাস।

ইরানে তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গত ১৪ জানুয়ারি ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সোমবার ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে পুরনো পরামর্শই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী,

‘ভারতীয় নাগরিকেরা অবিলম্বে যে কোনও উপায়ে ইরান ছাড়ুন।’ দূতাবাস জানিয়েছে, পরিবহণের যে মাধ্যম পাওয়া যাবে, তাতেই ভারতীয়দের দেশে ফেরা উচিত। ভ্রমণ বা অভিবাসন সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্রও সবসময় তাঁদের সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে।

বিক্ষোভ বা কোনও সমাবেশ এড়িয়ে চলার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে। ইরানে থাকা ভারতীয়দের উদ্দেশে বলা হয়েছে, যে কোনও প্রয়োজনে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। শুধু তা-ই নয়, ইরানে থাকা ভারতীয়দের নিজের নাম-পরিচয় দূতাবাসের ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করার অনুরোধ করা হয়েছে। এ-ও বলা হয়েছে, যদি ইরানে ইন্টারনেট পরিষেবার সমস্যার কারণে নিজের নাম নথিভুক্ত করতে না পারেন, তবে ভারতে থাকা তাঁদের পরিবারকে দিয়ে তা করানোর আর্জি জানিয়েছে দূতাবাস।

গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে ইরানে বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রাথমিক ভাবে দেশে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছিলেন। পরে ক্রমশ তা ইরানের ধর্মীয় শাসন এবং খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রশাসন কঠোর হাতে বিদ্রোহীদের দমন করে। অভিযোগ, কঠোর দমননীতির কারণে ইরানে মৃতের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশে সামরিক হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেয় আমেরিকা। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে শনিবার থেকে আবার উত্তপ্ত হয়েছে ইরান। ভারত আগেই জানিয়েছিল, ইরানের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে তারা। এ বার ইরানে থাকা ভারতীয়দের সতর্ক করে বার্তা দেওয়া হল।

মাদক সম্রাটের মৃত্যুতে রণক্ষেত্র মেক্সিকো

■ সেনা অভিযানে মৃত্যু মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক সম্রাট নেমেসিও রুবেন ওসেগেরা সেরভান্তেসের। যাঁকে এল মেনচো নামে চেনে গোটা বিশ্ব। রবিবার মেক্সিকোর জালিস্কো প্রদেশে সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মেক্সিকোর প্রতিরক্ষা দপ্তর এল মেনচোর মৃত্যুকে বিরাট সাফল্য বলে আখ্যা দিলেও, এই ঘটনায় ভয়ঙ্কর হিংসা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দেশে। রাস্তা অবরোধের পাশাপাশি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে অসংখ্য গাড়ি। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে সেখানে থাকা ভারতীয়দের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে দূতাবাসের তরফে। সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, গুয়াদালাজারা শহরের তাপালপা অঞ্চলে মেনচোকে ধরতে বিশেষ অভিযান চালায় সেনা। এই অভিযানে সেনার সঙ্গে দীর্ঘ গুলির লড়াই চলে মাদক কারবারিদের। সংঘর্ষের মাঝেই গুলিবিদ্ধ হন মেনচো। চিকিৎসার জন্য তাঁকে দ্রুত এয়ারলিফ্ট করে মেক্সিকো সিটিতে আনা হলেও পথেই মৃত্যু হয় তাঁর। সেনার এই অভিযানে মাদক সম্রাটের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে আরও ৪ জনের। উদ্ধার হয়েছে একাধিক অত্যাধুনিক অস্ত্র, রকেট লঞ্চার এবং সাঁজোয়া যান। তিন সেনাকর্মীও গুরুতর জখম হয়েছেন।

নেপালে নদীতে বাস, মৃত অন্তত ১৮

কাঠমান্ডু, ২৩ ফেব্রুয়ারি: নেপালের পাহাড়ি রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল বাস। রবিবার বেশি রাতের দিকে পোখরা থেকে কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় অন্তত ১৮ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। সরকারিভাবে নিহতদের নাম-পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তবে একটি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে বেশ কয়েক জন বিদেশিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নিউ জিল্যান্ডের এক পুরুষ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। আহতদের মধ্যেও জাপান এবং নেদারল্যান্ডসের দুই মহিলা রয়েছেন বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে।

প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, বাসটিতে ৩৫ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। রবিবার রাতে পোখরা থেকে কাঠমান্ডুর উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বাসটি। পৃথ্বী মহাসড়ক ধরে যাওয়ার সময়ে রাত ১টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ধাদিং জেলার বেণীঘাট রোরাং এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গজুরি নদীতে উল্টে পরে বাস।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঠমান্ডু থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে। পাহাড়ি রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়

গাড়িটি। ধাদিং জেলার ট্রাফিক পুলিশ প্রধান শিশির থাপা জানান, দুর্ঘটনাস্থলেই ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।

নদীতে বাস উল্টে পড়ার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। পরে স্থানীয় পুলিশ, পুলিশের সশস্ত্র বাহিনী এবং নেপালি সেনাও ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে উদ্ধারকাজে বেশ বেগ পেতে হয় বাহিনীকে। নেপালের হাইওয়ে রেসকিউ ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান রাজকুমার ঠাকুরি জানান, এখন পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল থেকে ২৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কী ভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ। দ্রুত গতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩১/০১/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Nemai Sadhukhan ও Anirudha Sadhukhah S/o. Timir Sadhukhan সাং জেজুর, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০২/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Mojammel Mondal S/o. Anowar Ali Mondal ও Majammel Mondal S/o. A. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **Satabdi Roy**, স্বামী- Mousam Bag, পিতা- Pronab Roy, গ্রাম- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, হুগলি চুঁচুড়ার এলডি ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নিকট গত ২০/০২/২০২৬ তারিখে এক হলফনামা (Affidavit No. 6398) মূলে ঘোষণা করছি যে, ভুলবশত আমার ভোটার কার্ডে (No. CKX2562593) নাম Satabdi Roy Bag এবং আধার কার্ডে (No. 7941 7131 8933) নাম Satabdi Bag লিপিবদ্ধ হয়েছে। **Satabdi Roy, Satabdi Roy Bag** এবং **Satabdi Bag** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **SRI ABHISHEK PAL**, son of Sri Ashoke Pal, residing at 6, S.P.C. Block, Kazipara, Chittaranjan Colony, P.O. Regent Estate, P.S. Jadavpur, Kolkata-700092, District-South 24 Parganas do hereby solemnly declared an Affidavit before the Notary Public Biplab Sardar, Regd. No. 06/2016, Govt. of West Bengal, at Alipore, South 24 Parganas, vide Affidavit No. 2 dated 20.02.2026, declared that my father **ASHOK KUMAR PAL & ASHOKE PAL** is same and one identical person and my aforesaid father known as only **ASHOKE PAL** in all places and records.

CHANGE OF NAME

I, Bimal Banerjee, son of Late Kumud Ranjan Banerjee, r/o A/361, Lallu Ratna ni Chali Ahmedabad, Bapunagar, Gujrat-380028 solemnly affirm and declare that my name, my father's name and my address has been wrongly recorded in my Aadhaar card no. 6441 5225 5906 as Harekrishna Mandal, s/o Panohanan Mandal. That both Harekrishna Mandal and Bimal Banerjee are one and same identical person vide Affidavit No.:5925 in the court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class, Sealdah on 16.02.2026.

নাম-পদবী

গত ২৭/০২/২০২৪, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৮ নং এফিডেভিড বলে আমি Rubina Begum W/o. Riyajul Shaikh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (being no. Singur/II/362/2012, D.O.B. 21/06/2012) আমার কন্যার সঠিক নাম Ruksar Khatun-এর পরিবর্তে Alisha Shaikh লিপিবদ্ধ আছে। আমার কন্যা Ruksar Khatun & Alisha Shaikh D/o. Rubina Begum & Riyajul Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Bishaka Mondal W/o Rabin Kumar Mondal resident at Birinchibari Kumirmori Para, Birinchi Bari, Basanti, South 24 Parganas, Pin-743312. have changed my name & date of birth and shall henceforth be known as Sudha Rani Mondal & D.O.B. 01.01.1985 (Old Name & D.O.B.) to Bishaka Mondal & D.O.B. 01.01.1984 (New Name & D.O.B) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta vide Affidavit No. 1730 dated 21.01.2026. Sudha Rani Mondal & D.O.B. 01.01.1985 and Bishaka Mondal & D.O.B. 01.01.1984 are same and identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Riyajuddin Sk**, পিতা: Late Usuf Sk, গ্রাম: দুবরাজদীঘি উত্তর, পোঃ বাজেপ্রতাপপুর, থানা: বর্ধমান সদর, জেলা: পূর্ব বর্ধমান, পিন: ৭১৩১০১, গত ২৩/০২/২০২৬ তারিখে পূর্ব বর্ধমানের ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের হলফনামা মূলে ঘোষণা করছি যে, আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডে নথিভুক্ত নাম **Riyajuddin Sk, পিতা: Usuf Sk** এবং পাসপোর্ট কার্ডে (F8399228) নথিভুক্ত নাম **Saikh Riyajuddin, পিতা: Late Sk Usuf** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে আমি সকল ক্ষেত্রে **Riyajuddin Sk** নামেই পরিচিত হব।

PUBLIC NOTICE

IN THE COURT OF THE LD, RENT CONTROLLER, NADIA AT KRISHNAGAR
R.C. CASE No. 11/D/ of 2024

PETITIONER- 1) Partha Roy, 2) Debabrata Roy

-Versus-

OPPOSITE PARTY- 1) Rabi Sankar Mukhopadhyay Son of Late Baidyanath Mukhopadhyay Resident of Kalimata Abason -5, Flat No 204, 108, RPM Road, P.O. & P.S.-Uttarpara, District-Hoogly, Pin-712258. Legal Heirs of Manisankar Mukherjee.
2) Santa Mukherjee, Wife of Late Mani Sankar Mukhopadhyay
3) Dhruba Bharadwaj Son of Late Mani Sankar Mukhopadhyay resident of Serud Estate, 169, NS.C. Bosc Road, Flat No. 3A, Block-M, P.O & P.S. Sonarpur, Dist. South 24 Parganas, Pin-700103.

NOTICE is hereby given that, the above-named petitioner filed the above referred Rent Control Case against the above referred opposite party. If the opposite parties referred above are having any objection then he may appear before this court on at **11-03-26 at 11.30 am** appear in person or through Ld Advocate and file show cause/written objection else law would take its own course.

By order of the Court
Sherestadar
Of
Ld. Rent Controller of Krishnagar (Sub-Division), Krishnagar, Nada

বিজ্ঞপ্তি

In the court of learned District Judge, Paschim Medinipur
Ref Misc Appeal No. 26 of 2024

Sri Lakshikanta Mahato ....Appellant

-VS-

Sri Haripada Mahato and others- ..... Respondents

এত দ্বারা জানানো যায় যে, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- শালবনী, মৌজা- খেমাকাটা (কেমাকাটা), জে. এল. নং-৩৮৮, খতিয়ান নং- ১৩৩, দাগ নং- ২ মোট সম্পত্তির পরিমান ২১ ডেসিমেল বিষয়ে মেদিনীপুর District Judge আদালতে Misc Appeal No 26 of 2024 নং মোকর্দ্দমা অ্যাপিলেন্ট লক্ষীকান্ত মাহাত পিতা- ৺রাজেন্দ্র মাহাত, গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত নং আপিল মোকর্দ্দমা ১ নং রেস্পডেন্ট শ্রী হরিপদ মাহাত পিতা- আনন্দ মাহাত, গ্রাম- জগন্নাথপুর, পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উক্ত নং আপিল মোকর্দ্দমা ২ নং রেস্পডেন্ট দীনেশ মাহাত পিতা- হরিপদ মাহাত ৩ নং রেস্পডেন্ট মনোহর মাহাত পিতা- জুলু মাহাত ৪ নং রেস্পডেন্ট মন্টু মাহাত পিতা- যুগল মাহাত ৫ নং রেস্পডেন্ট কিংকর মাহাত পিতা যুগল মাহাত সর্ব্ব সাকিন- ক্ষেমাকাটা পোঃ এবং থানা- শালবনী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর এর বিরুদ্ধে উক্ত আপিল মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত রেস্পডেন্ট গনের কোন আপত্তি/দাবী থাকিলে উপরোক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি ইত্যাদি দাখিল করিয়া মোকর্দ্দমা চালাইতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ মতে একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমতানুসারে,
Goutam Baidya
Sheristadar
District Judge's Court
Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি অজিত পাল, পিতা- গৌরচন্দ্র পাল, সাং- বিলপাড়া, পোষ্ট- বীরনগর, থানা- তাহেরপুর, জেলা- নদীয়ার স্থায়ী বাসিন্দা। বিগত ইং- ০৮/০১/২০২১ তারিখের DSR নদীয়া অফিসের I -১৬৭ আমমোক্তারনামা বলে, চৈতন্য মজুমদার ও কল্পনা রায় এই দুজনের নিকট হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে, জেলা- নদীয়া, থানা- তাহেরপুর, মৌজা- বীরনগর, J.L- ১৯, L.R দাগ নং- ৯২২, খতিয়ান- ৩৭৪/১, পরিমাণ- ৫.৩৩ মালিকগণ পিতার ওয়ারিশসূত্রে এবং অপর ওয়ারিশগনের থেকে দানপত্রে পাপ্ত হয়। সেই সম্পতি বিক্রয় করছি, সেই সম্পতি বিক্রেতাগনের পিতার নাম থেকে ক্রেতার নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকলে উপযুক্ত নথি সহ রাণাঘাট-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৪ শে ফেব্রুয়ারি। ১১ ই ফাল্গুন। মঙ্গলবার। সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টোত্তরী রবি এর ও, বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং। হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণে র জন্মোৎসব। শ্রী বিন্দুবাসিনী পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

তৃণমূল গুন্ডাদের পার্টি, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলকে তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: সোমবার নন্দীগ্রামের জনসভা থেকে রাজ্য রাজনীতিতে ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নাম না করে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেন, এটা গণতান্ত্রিক দল নয়, তৃণমূল গুন্ডাদের পার্টি।

বিভিন্ন এলাকায় খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তাঁর অভিযোগ, অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলে ছাড়া পাচ্ছে। তিনি দাবি করেন, নির্দোষ মানুষ খুন হচ্ছেন, আর দোষীরা রক্ষা পাচ্ছেন। প্রশাসন নীরব দর্শক। একইসঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ভাঙন রাজনীতির অভিযোগও তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, টাকা দিয়ে জনপ্রতিনিধি ভাঙানো হচ্ছে। পঞ্চায়েত স্তরেও লোভ দেখানো চলছে। ডায়মন্ড হারবার-সহ একাধিক এলাকার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, মানুষ সব দেখছে। সময় এলে জবাব দেবে। ২০২১ সালের ভোটের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, নন্দীগ্রাম যা বুঝেছিল, এখন গোটা বাংলা তা উপলব্ধি করছে। ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রসঙ্গেও তিনি সরব হন। তাঁর বক্তব্য, হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ নয়, জাতীয়তাবাদই হোক পরিচয়। পাশাপাশি প্রশাসনের একাংশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। সভা মঞ্চ থেকে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, পরিবর্তন সময়ের অপেক্ষা। খুব শিগগিরই তার প্রমাণ মিলবে। নন্দীগ্রামের মাটি থেকেই রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন সুর চড়ালেন বিরোধী দলনেতা।

বিজেপির মহিলা মোর্চায় নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাব্বিশের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক অদলবদলে মহিলা মোর্চার নতুন রাজ্য কমিটির নাম ঘোষণা করা হল। রবিবার জারি হওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বের সম্মতিতে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে। দলের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন ফাল্গুনী পাত্র। একাধিক সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক পদে নতুন মুখদের জায়গা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কোষাধ্যক্ষ, দপ্তর সম্পাদক এবং তথ্যপ্রযুক্তি, সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া শাখার দায়িত্বপ্রাপ্তদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ২৩ জন পদাধিকারী এবং তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সেলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়ে এই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন

> **দলের তরফে প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন ফাল্গুনী পাত্র।**

কমিটি গঠনের পর ফাল্গুনী পাত্র বলেন, দলের আদর্শ ও সংগঠনকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতেই এই টিম। প্রত্যেকে মাঠে নেমে কাজ করবেন। মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর দাবি, আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ে মহিলা মোর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। দলীয় সূত্রের বক্তব্য, সাংগঠনিক পরিকাঠামোকে মজবুত করতেই এই পুনর্গঠন। রাজ্য রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মহিলা শাখাকে আরও সক্রিয় ও দৃশ্যমান করে তুলতেই নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ইফতারির জন্য পার্ক সার্কাসে বিক্রি হচ্ছে ফল। ছবি: অদিতি সাহা

সরকারি কর্মীর মৃত্যু হলে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধায় বদল আনল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবসরের আগে কোনও রাজ্য সরকারি কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বদল আনল রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের পেনশন শাখা থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার থেকে বিবাহিত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যারাও মৃত কর্মীর 'পরিবার'-এর আওতায় এসে প্রাপ্য টাকা পাওয়ার অধিকারী হবেন। ২০ ফেব্রুয়ারি জারি হওয়া ওই বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ পরিষেবা (মৃত্যু-সহ অবসর সুবিধা) বিধি, ১৯৭১ সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত সংজ্ঞায় 'পরিবার'-এর তালিকায় স্পষ্টভাবে বিবাহিত ও বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগে নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রী বা স্বামী, পুত্র বা সৎপুত্র, অবিবাহিত বা বিধবা কন্যা, বাবা-মা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই এবং অবিবাহিত বা বিধবা বোন; এই পরিজনরাই প্রাপকের তালিকায় থাকতেন। বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যারা সেই তালিকায় ছিলেন না।

নবান্নের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনও সরকারি কর্মী অবসরের আগেই প্রয়াত হয়েছেন এবং তাঁর নিকটাত্মীয় হিসেবে রয়েছেন কেবল বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যা। এতদিন নিয়মের কারণে তাঁরা আর্থিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতেন। সংশোধিত বিধি কার্যকর হওয়ায় সেই জটিলতা কাটল।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ রয়েছে, এই সংশোধনের আগে যেসব ক্ষেত্রে বিবাহিত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন কন্যাদের দাবি নিষ্পত্তিহীন ছিল, সেগুলিও নতুন নিয়মের আলোকে প্রশাসনিক দপ্তর বিবেচনা করতে পারবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। সংগঠনের মতে, সহানুভূতিশীল এই পদক্ষেপের ফলে বহু মৃত সরকারি কর্মীর পরিবার উপকৃত হবে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই সংশোধন, যা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আর্থিক নিরাপত্তায় নতুন দিশা দিল।

এ যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা, কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন যেভাবে আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা গভীর উদ্বেগজনক। সোমবার এই অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার তাঁর এক্সবার্তায় লিখলেন, এ যেন 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা'!

সুকান্তবাবু লিখেছেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর এলাকায় 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পের আওতায় অপরিকল্পিতভাবে ঢালাই রাস্তা নির্মাণের প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে তাঁর নাবালিকা কন্যার সামনেই হাত-পা বেঁধে কার্যত বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে!

এই ঘটনাটি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তা কেবল মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ই নয়, বরং রাজ্যে আইনের শাসনের উপরও গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন তোলে। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

কলকাতা সেক্টর ৬ শিল্পনগরী এলাকার চারটি গ্রামে পানীয় জলের সংযোগের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার সেক্টর ৬ কর্তৃপক্ষ শিল্পনগরী এলাকার চারটি গ্রামে ২,২৭০টি নতুন গৃহস্থালিতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভাটিপোতা, করাইডাঙা, গঙ্গাপুর ও আন্দুলগড়ি; এই চারটি গ্রামে এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই দরপত্র ডাকা হয়েছে। প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। অনলাইনে যোগ্য সংস্থাগুলির কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কার্যাদেশ জারির তারিখ থেকে ছ'মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। কাজের আওতায় জল সরবারাহের মূল পাইপ লাইনের সঙ্গে পৃথক বাড়ি পর্যন্ত সার্ভিস পাইপ বসানো, প্রয়োজনীয় ফিটিংস ও জলমাপক যন্ত্র স্থাপন এবং সংযোগের সময় রাস্তা বা ফুটপাথ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পুনর্নির্মাণের শর্ত রাখা হয়েছে। কাজের সময় অন্য কোনও পরিকাঠামোগত ক্ষতি হলে তা মেরামতের দায়িত্বও কার্যকরী সংস্থাকেই নিতে হবে।

পরিকাঠামোর গুণমান নিশ্চিত করতে কার্যকরী সংস্থার জন্য পাঁচ বছরের ত্রুটি দায়বদ্ধতা সময়সীমাও রাখা হয়েছে। নগর উন্নয়ন ও পুর বিষয়ক দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শহর ও শহরতলির জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বৃহত্তর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। 'অমৃত ২.০' প্রকল্পের মূল জোর সর্বজনীন কলের জল সংযোগ ও পরিষেবার মানোন্নয়নে; সেক্টর ৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটির এই পদক্ষেপ সেই বৃহত্তর রূপরেখার অংশ বলেই জানানো হয়েছে। প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে কয়েক হাজার বাসিন্দা সরাসরি নিরাপদ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন। ফলে ভাগাভাগি বা অনানুষ্ঠানিক উৎসের উপর নির্ভরতা কমবে বলেই মনে করছে প্রশাসন।

সোমবার সিইও মনোজ আগরওয়াল, অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সিইও, যুগ্ম সিইও রাজ্যের ডিজিপি, ডিজি (আইন শৃঙ্খলা), কলকাতা পুলিশ কমিশনার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর আইজি সহ উচ্চপদস্থ অধিকারিকদের সঙ্গে নির্বাচন বিষয়ে জরুরি আলোচনা করেন।

শিলিগুড়ির হোটেলগুলিতে বাংলাদেশিদের জন্য উঠল নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: প্রায় ১৩ মাস বাদে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার কথা জানালো শিলিগুড়ির হোটেল মালিকদের সংগঠন। শেখ হাসিনার সরকার পতনের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ক্রমশ ভারত বিরোধিতা বাড়ে। সেই কারণে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিয়েও হোটেলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়িতে।

সোমবার এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সেখানে সংগঠনের সদস্যরা জানান, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি হওয়ার পর পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। বাংলাদেশের তরফেও ভারতের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখা যাচ্ছে। সেই কারণেই বাংলাদেশের নাগরিকদের শিলিগুড়ির হোটেলে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হোটেল মালিকদের সংগঠনের তরফে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসকের কাছে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেই চিঠিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য হোটেলের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা তারা জানিয়েছে। তবে সাংবাদিক বৈঠকে হোটেল মালিক সংগঠনদের তরফে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে ফের ভারত বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেলে আবার নিষেধাজ্ঞার পথে হাঁটবে তাঁরা।

পর্যটন আবাসনে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পর্যটন উন্নয়ন নিগম তাদের অধীনস্থ সমস্ত পর্যটন আবাসনে পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ৪০টি পর্যটন আবাসন পরিচালনা করে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম। পর্যটন ও অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব বরুণ কুমার রায় জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই নিগমের সম্পত্তিগুলিতে সংস্কার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎসাহ দিতে সমস্ত আবাসনে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সব সম্পত্তির জন্য 'গ্রিন সার্টিফিকেশন' পাওয়ার লক্ষ্যও স্থির করা হয়েছে। পর্যটন দপ্তর পরিষেবার মানোন্নয়নের দিকেও জোর দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং দুর্গাপুরের স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের দাবি, এই স্বীকৃতি পেলে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে হোটেলগুলির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। বিশেষ করে ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব ভ্রমণের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। তাই সবুজ মানদণ্ড পূরণ করলে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে বেসরকারি হোটেলগুলিও ভবিষ্যতে এই পথে হাঁটবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানও আশাব্যঞ্জক। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের 'ইন্ডিয়া ট্যুরিজম ডেটা কমপেন্ডিয়াম ২০২৫' অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি পর্যটক এসেছেন ৩১ লক্ষ ২০ হাজার। মোট বিদেশি পর্যটকের ১৪.৯২ শতাংশই এসেছে এই রাজ্যে। এই নিরিখে দেশে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বাংলা। প্রথম স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র, যেখানে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান দেবজিৎ দত্তের মতে, শিল্পের স্বার্থে রাজ্যের উচিত দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটন নিয়ে একটি সুস্পষ্ট কৌশলগত নীতি প্রণয়ন করা। তাতে শিল্প সংশ্লিষ্টদের কাজ সহজ হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে পর্যটন খাত আরও শক্ত ভিত পাবে। পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো উন্নয়নের যুগলবন্দিতে রাজ্যের পর্যটন খাত যে নতুন দিশা খুঁজছে, তা স্পষ্ট।

প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন দুরারোগ্য ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর সোমবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর।

বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তন্ময়। একদিন পত্রিকায় ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। পাশাপাশি কালান্তর, প্রাত্যহিক সংবাদ ও যুগশঙ্খ পত্রিকাতেও কাজ করেছেন। মাঠের খবর থেকে ক্রীড়া মহলের অন্দরের সমীকরণ বিশ্লেষণ;সব ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ দখল।

সদালাপী ও মিষ্টভাষী তন্ময় সহকর্মী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ময়দানে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সহকর্মী ও ক্রীড়াজগতের বহু ব্যক্তিত্ব তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার

লস্কর যোগ? জঙ্গি সন্দেহে কলকাতা এসটিএফের জালে মালদার উমর ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর কলকাতায় এসটিএফ-এর জালে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত মালদার মানিকচকের যুবক। ধৃতের নাম উমর ফারুক। মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অশিন টোলা গ্রামের বাসিন্দা এই উমর ফারুক বলে সূত্রে খবর। উমর ফারুকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি আক্তার হোসেনের বড় ছেলে। বাবাও একসময় ভিনরাজ্যে কাজ করতেন। ছোট ভাই হাসান আলি এলাকায় টোটো চালিয়ে সংসার টানেন। উমর দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করতেন বলে জানত তাঁর পরিবার। প্রতি মাসে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা বাড়িতে পাঠাতেন তিনি। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, উমর ফারুক গত দুই মাস আগেই বাড়ি এসেছিলেন। এমনকী রবিবারও শেষবার ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় তাঁর। আসন্ন ইদে বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই ফেরার আগেই এল গ্রেপ্তারির সংবাদ। ফোন মারফত পরিবারের সদস্যরা জানতে পারেন যে উমরকে জঙ্গি সন্দেহে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনায় সামনে আসে বিধাননগর এলাকা থেকে চলত জঙ্গি নেটওয়ার্ক। হাতিয়াড়ার মেঠোপাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়ে ছিল জঙ্গি উমর। সেখান থেকেই মডিউল চালানো হচ্ছিল। অর্থাৎ, জঙ্গি নেটওয়ার্কের ঘাঁটি গড়ার চেষ্টা চলছিল কলকাতা থেকেই। বাংলাদেশিদের নিয়ে এসে মগজধোলাই করা হত বলেও জানা গিয়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখছে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেলের তরফে জানানো হয়েছে, জঙ্গি কার্যকলাপের সমর্থনে অনলাইন পোস্টের সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করা হয়। যোগাযোগ করা হয় তামিলনাড়ুর পুলিশের সঙ্গে। এরপর স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় পোশাক ফ্যাক্টরি থেকে ছয় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, পাকিস্তান-বাংলাদেশ একযোগে ষড়যন্ত্র করছিল ভারতের বিরুদ্ধে। তবে

প্ল্যান সফলের আগেই গ্রেপ্তার তাঁরা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল মিজানুর রহমান, মহম্মদ শাবাদ, উমর, মহম্মদ লিটন, মহম্মদ শাহিদ ও মহম্মদ উজ্জ্বল। তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলার পোশাক ফ্যাক্টরি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এদের। সেই সূত্রেই খবর মেলে উমরের।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, লস্কর হ্যান্ডলার হিসেবে কাজ করত উমর। কলকাতায় ঘর ভাড়া নেয় তারা। দিনের পর দিন রেইকি করতে থাকে। জানা গিয়েছে, কলকাতার চাঁদনি চকের কাছাকাছি একটি মন্দিরে ভিডিয়ো করা হয়। হিন্দু নাম ব্যবহার করে এই সব কার্যকলাপ চালাচ্ছিল তারা। আর এই ভিডিয়ো পাঠানো হচ্ছিল জঙ্গি নেটওয়ার্কের মাথা সাব্বিরকে। বিস্ফোরক ও অস্ত্র জোগাড়ের কাজও তারা শুরু করে দিয়েছিল বলে সূত্রের খবর। গত ডিসেম্বর থেকে একাধিক জায়গায় রেইকি করা হয়। সাব্বিরের নির্দেশেই কলকাতায় দেশ বিরোধী পোস্টার লাগানোর হয় বলেও জানা গিয়েছে।

এদিকে ধৃত জঙ্গি উমর ফারুকের পরিবারের সদস্যদের দাবি তিনি তৃণমূল কর্মী। তাঁর পরিবারও সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। ধৃত জঙ্গি উমর ফারুকের মা স্পষ্টতই জানান, আমরা তৃণমূল পার্টি করি। আমার ছেলেও তৃণমূল করত। আমাদের কেউ নেই। আমরা কাকে ধরব, কী করব।

এসআইআরে বিচারবিভাগীয় নজরদারি

প্রত্যেক বিচারকের থাকবে আলাদা লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিশেষ পর্যালোচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় জমা পড়া নথি যাচাইয়ে বিচারবিভাগীয় নজরদারি কার্যকর হল। প্রায় ২৫০ জন অতিরিক্ত জেলা বিচারক ও সমপদাধিকারী বিচারককে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গোটা প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে। সূত্রের খবর, প্রত্যেক বিচারকের জন্য আলাদা লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পোর্টালে প্রবেশের পর ওটিপি যাচাইকরণ সম্পন্ন করেই তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা, বিধানসভা ও বুথভিত্তিক তালিকায় পৌঁছতে পারবেন। সেখানেই থাকবে শুনানিতে উপস্থিত ভোটারদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। প্রতিটি নামের সঙ্গে দুটি পৃথক অংশ থাকবে; একটিতে আবেদনপত্র ও

জমা দেওয়া নথি, অন্যটিতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণ। বিচারক নথি, প্রতিবেদন ও তথ্য মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। গ্রহণ বা বাতিল; দুই ক্ষেত্রেই লিখিত কারণ উল্লেখ বাধ্যতামূলক।

তবে এখনও সব নথি পোর্টালে আপলোড না হওয়ায় কার্যত কাজ শুরু করা যায়নি। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলেই বিচারকদের পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্সেস দেওয়া হবে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে জেলাভিত্তিক তিন সদস্যের তদারকি কমিটি গঠিত হয়েছে। একইসঙ্গে গোটা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে উচ্চ আদালতের দুই বিচারপতির বিশেষ নজরদারি কমিটিও কাজ শুরু করেছে। প্রশাসনিক মহলের দাবি, স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা; দুই মানদণ্ড মেনেই যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

টিকিটে কাটাছেঁড়া? প্রস্তুতিতে শাসক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি এখনও। তবু রাজ্যের রাজনৈতিক বাতাসে স্পষ্ট ভোটের আবহ। এই পরিস্থিতিতে প্রার্থী চূড়ান্তকরণে জোর কদমে এগোচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় অন্দরের খবর, আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রার্থী তালিকায় নজিরবিহীন রদবদল হতে পারে। সূত্রের দাবি, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি টানা বৈঠকে সম্ভাব্য নাম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবারে 'কাজের মূল্যায়ন'ই প্রধান মানদণ্ড। গত পাঁচ বছরে এলাকায় সক্রিয়তা, সংগঠন শক্তিশালী করা এবং জনসংযোগ; সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

দলীয় এক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রতীক নয়, পারফরম্যান্সই হবে চূড়ান্ত মাপকাঠি। অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তুত থাকুন। শোনা যাচ্ছে, প্রায় চল্লিশের বেশি বর্তমান বিধায়কের টিকিট ঝুলে রয়েছে। বিতর্ক, গোষ্ঠীকোন্দল কিংবা জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ গুরুত্ব পাচ্ছে। অভিজ্ঞ কয়েকজন মন্ত্রীর আসন পরিবর্তনের ভাবনাও আলোচনায়। অন্যদিকে, শহর ও শহরতলির সংগঠনে সক্রিয় তরুণ নেতৃত্বকে কঠিন কেন্দ্রে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরনো-নতুনের সমন্বয়ে বার্তা দিতে চাইছে দল। এখন সবার নজর চূড়ান্ত তালিকায়;কার ভাগ্যে সুযোগ, আর কার পথ আপাতত থমকে যায়।

এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে অবাঞ্ছিত 'হস্তক্ষেপ' অভিযোগে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ পর্যালোচনা (এসআইআর) প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধান চালু থাকলেও প্রশাসনের একাংশ নেপথ্যে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, কিছু হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় দেখা যাচ্ছে জেলাশাসকের দপ্তরে বৈঠক ডেকে বিডিওদের মাধ্যমে 'লিয়াজোঁ অফিসার' নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাঁদের কাজ হবে বিচারকদের সঙ্গে সমন্বয় রাখা। তাঁর কথায়, এটি গণতন্ত্রের প্রতি চরম অবমাননা। আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পেছনের দরজা দিয়ে প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার ছক কষা হচ্ছে। আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, কিছু ভার্চুয়াল নির্দেশে নির্বাচনী নথিপত্র সংক্রান্ত বিধি 'বোঝানো'র নামে নির্দিষ্ট মহলকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, শীর্ষ প্রশাসনিক স্তর থেকে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার পরিপন্থী।

পোস্টের শেষে বিরোধী দলনেতা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, অবিলম্বে এই

যোগাযোগগুলি খতিয়ে দেখে এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হোক।

নির্বাচন ঘিরে অশান্তি, অধ্যাপক নিগ্রহের ঘটনায় অনুসন্ধান কমিটি গড়ল যাদবপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: আইসিসি নির্বাচন ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। শুধু তাই নয়, দু'দল ছাত্রের সংঘর্ষে মধ্যে পড়ে জখম হন দুই অধ্যাপক। সেই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গড়লেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে যাদবপুরের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ঘটনার তদন্তে একটি অনুসন্ধান কমিটি গড়া হয়েছে। তারা ঘটনার তদন্ত করবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। গত কয়েক দিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর উত্তাল হয় অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি বা আইসিসি নির্বাচন ঘিরে। শুক্রবার বিকেলে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন পড়ুয়া-শিক্ষকেরা। এরপরই সায়েন্স-আর্টস মোড়ের কাছে ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে শুরু হয় বিবাদ। সেখানেই মধ্যস্থতা করতে গিয়ে জখম হন দুই অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিংহ এবং ললিত মাধব। রাজ্যেশ্বর যাদবপুরের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। এরপর দ্রুত দুই অধ্যাপককেই পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ললিত মাধবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও রাজ্যেশ্বরের আঘাত বেশি ছিল। তাঁর চোখে ঘুষি মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। চশমার কাচ ভেঙে আঘাত লেগেছে নাকে। হাসপাতাল থেকেই রাজ্যেশ্বর বলেছিলেন, দুই দল ছাত্রের মধ্যে গোলমাল হচ্ছিল। সে সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সে জন্যই মধ্যস্থতা করতে গিয়েছিলাম। এই দু'দল ছাত্রের কেউই আমাকে আঘাত করেনি। বাইরে থেকে হঠাৎ কেউ এসে আমাকে মারধর করে। পাশাপাশি অধ্যাপক এও জানান, বিবদমান ছাত্রেরাই আবার তাঁকে প্রাথমিক শুশ্রূষা করেছেন।

আসন্ন দোলযাত্রা উপলক্ষে তরুণীর ফটোসেশন। ময়দানে ছবিটি লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা।

হৃদয়ের একটি অংশ চলে গেল, মুকুল-বিরহে মন্তব্য ফিরহাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুকুল রায়ের এই বিজেপি সংস্রবকেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী করলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি মানসিক অত্যাচার মুকুল রায়কে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সঙ্গে ফিরহাদ বলেন, তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ চলে গেল। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'মুকুলহারা' বঙ্গ রাজনীতি। দীর্ঘ রোগভোগের পর রবিবার রাতে নিউটাউনের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলার 'চাণক্য' মুকুল রায়। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ সময় রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় থাকলেও তাঁর অবদান ভোলার নয়, বিশেষত

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এই সাফল্যের নেপথ্যে। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে কাজ করে চলা মুকুল রায় মাঝে বাঁক বদল করে চলে দিয়েছিলেন বিজেপিতে। পরে ফিরেও আসেন শাসকশিবিরে।

এসআইআর নিয়ে আশ্বস্ত করলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নতুন পোর্টাল চালু ঘিরে প্রাথমিক কিছু প্রযুক্তিগত জটিলতা দেখা দিলেও কাজ শুরু হয়ে গেছে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি স্পষ্ট করেন, গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে অযথা বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সিইও বলেন, এটা কোনও প্রশ্নের বিষয় নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই কমিটি গঠন হয়েছে। তাঁর দাবি, সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য বৈঠকে অংশ নিয়ে মতামত জানিয়েছেন এবং উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির কাছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। সকালে অনলাইনে পোর্টাল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় কিছু ক্ষেত্রে ওটিপি না পৌঁছনো এবং সার্ভারজনিত সমস্যার কথা সামনে আসে। তবে এগুলিকে তিনি প্রশিক্ষণ পর্যায়ের স্বাভাবিক ত্রুটি বলেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কথায়, নতুন সফটওয়্যার বৃহৎ পরিসরে চালু হলে প্রথমদিকে এমন সমস্যা হতেই পারে। কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি। যদিও নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তখন তাঁর হাতে ছিল না। সঠিক সংখ্যা এখনই বলতে পারছি না বলে মন্তব্য করেন। সব মিলিয়ে, প্রযুক্তিগত বাধা সত্ত্বেও প্রশাসন আত্মবিশ্বাসী; এমনই বার্তা দিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক।

মাথার ওপর থেকে ছাদ চলে গেল: শুভ্রাংশু রায়

একজন বড় মাপের রাজনীতিবিদকে হারালাম: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বঙ্গ রাজনীতিতে নক্ষত্রপতন। সোমবার ভোর রাত দেড়টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুকুল রায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। বঙ্গ রাজনীতির 'চাণক্য' খ্যাত মুকুল রায় দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগছিলেন। তিনি কলকাতার বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এদিন ভোর রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন মুকুল রায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে প্রথমবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হন। যদিও বিধায়ক হওয়ার পরে তিনি ফের তৃণমূলে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁকে সেভাবে আর রাজনীতিতে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি রাজনীতির অন্তরালেই ছিলেন। মুকুল রায়ের পুত্র শুভ্রাংশু রায় জানান, ৬০০ দিন বাবা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কথায়, বাবার মৃত্যুতে কার কি ক্ষতি হল জানি না। তবে আমার মাথার ওপর থেকে ছাদ চলে গেল। অপরদিকে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, উনি ৬০০ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ভোর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। একজন বড়মাপের রাজনীতিবিদকে আমরা হারালাম। প্রসঙ্গত, এদিন বেলায় বঙ্গ রাজনীতির 'চাণক্য' হিসেবে পরিচিত মুকুল রায়ের মরদেহ কলকাতার বাইপাসের

ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রথমে বিধানসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিধানসভার অধ্যক্ষ ও বিধায়করা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। বিধানসভা থেকে তাঁর মরদেহ কাঁচরাপাড়ার ঘটক রোডের বাড়িতে আনা হয়। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ অন্যান্যরা। কাঁচরাপাড়ার বাড়ি থেকে সাত কিমি পথ পায়ে হেঁটে মরদেহের সঙ্গে হালিশহর মহাশ্মশানে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হালিশহর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কাঁচরাপাড়ায় বাড়িতে এসে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, দলের জন্মলগ্ন থেকেই মুকুল দা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই মুহূর্তে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। আশা করছি, আমরা সেটা কাটিয়ে উঠতে পারব। কারণ, মুকুল দা বলতেন, চলতে চলতে শিখতে হয়। অপরদিকে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে মমতা ব্যানার্জির যোগ্য সাথী ছিলেন মুকুল রায়। উনি অত্যন্ত সহযোগী ছিলেন। দলের প্রতিষ্ঠা লগ্নের একজনকে আজ আমরা হারালাম।

অগ্নিকাণ্ড কলকাতার অভিজাত আবাসন 'আরবানা কমপ্লেক্স'-এ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় আগুন। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কলকাতার অভিজাত আবাসন 'আরবানা কমপ্লেক্স'-এ। আগুনের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ২ টি ইঞ্জিন। তৎপরতার সঙ্গে শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। দমকল সূত্রে খবর, আবাসনের ৮ নম্বর টাওয়ারের ৫ তলায় আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে আবাসনের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাজ করে। পরবর্তীতে দমকলের ২ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিছুপরেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে আচমকাই পাঁচতলা ব্যালকনিতে দাউদাউ করে আগুন দেখতে পান বাসিন্দা ও নিরাপত্তারক্ষীরা। স্বাভাবিকভাবেই

বাসিন্দারা হুড়োহুড়ি করে নেমে আসেন নীচে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কালো ধোঁয়ায় ঢাকে চারপাশ। ইএম বাইপাসের কাছের এই বিলাসবহুল আবাসনের বাসিন্দা বহু তারকা। রাজ-শুভশ্রী থেকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্কুশ সকলেই এই আবাসনের বাসিন্দা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল আতঙ্ক ছড়ায়। তবে কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এসি থেকেই এই আগুন। দমকল কর্মীদের তরফে জানা গিয়েছে, বহুতলের অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করায় বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে তা এখনই স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন দমকল আধিকারিকরা।

গত ২৬ জানুয়ারি আরবানা কমপ্লেক্সের পিছনে, আনন্দপুরের নাজিরাবাদ এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুটি গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় ৩০-এরও বেশি কর্মীর। সেই ঘটনার পর থানায় মোট ২৭ জনের নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনাক্ত হওয়া ১৮ জনের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা। এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দারাও রয়েছেন। নাজিরাবাদের সেই ঘটনার ক্ষত এখনও দগদগে। তার মধ্যেই এদিন ঘটে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা।

গত বছরও দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকে আরবানা কমপ্লেক্স। আবাসনের ১৯ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। জানা যায়, ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ আরবানা কমপ্লেক্সের টাওয়ার ৪-এর ১৯ তলা থেকে পড়ে মহিলার মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রে খবর বছর চুয়াল্লিশের ওই মহিলার নাম সঞ্চিতা আগরওয়াল। ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ ওই মহিলার নিথর দেহ উদ্ধার হয় টাওয়ারের পাশ থেকে। ডান হাঁটুতে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল।

সম্পাদকীয়

কুৎসিত নাটক, দেশের মাথা হেঁট করল কংগ্রেস

এআই বা কৃত্রিম মেধা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলন চলাকালীন নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডমপে আচমকা যুব কংগ্রেস কর্মীরা খালি গায়ে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঢুকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের বুকে ছিল মোদি বিরোধী শ্লোগান। নিশানায় সাম্প্রতিক ইন্দো-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি। এই নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব কংগ্রেস। এরই প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তাঁরা। কিন্তু এটা কী ধরনের প্রতিবাদ? কোথাকার রাজনীতি? বিশ্বের মঞ্চে দেশের মাথা হেঁট করে এই অসভ্যতার কোনও প্রয়োজন ছিল কী? নেতৃত্বহীন কংগ্রেসের এই হতাশাজনক আন্দোলনের সমালোচনা এখন দেশজুড়ে। কোনও মহল থেকেই এর সমর্থন মেলেনি। ফলে বিপ্লব করতে গিয়ে উল্টে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে কংগ্রেস। তাদের আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে খোদ আদালতও। এক কথায় যুব কংগ্রেসের ওই বিক্ষোভ-আন্দোলন দেশের কূটনৈতিক ভাবমূর্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে, পর্যবেক্ষণে এমনই বলেছে দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ কর্মসূচির নামে জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের ভাবমূর্তি কোনও ভাবেই ক্ষুণ্ণ করা যাবে না। আদালতের এই কড়া পর্যবেক্ষণের পরও দুঃখের কথা কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও হেলদোল নেই। ওই সময়ে কৃত্রিম মেধা সম্মেলনে দেশ বিদেশের অতিথিরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন। যুব কংগ্রেস কর্মীদের এমন কুৎসিত কাণ্ডে বিদেশি অতিথিদের সামনে ভারতের ভাবমূর্তি খারাপ হয়েছে বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। দিল্লির ওই বিক্ষোভের ঘটনায় খুবই সঙ্গত কারণে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চার জনই যুব কংগ্রেসের সদস্য। এরপর আর এই ঘটনার দায় ঝেড়ে ফেলা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়। গণতন্ত্রে ভিন্নমত পোষণের অধিকার সবার আছে। তবে বিদেশি প্রতিনিধিদের সামনে দেশকে এভাবে খাটো করে বা নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এমন আচরণও করা যায় কি? সওয়াশো বছরের ঐতিহ্যবাহী একটি দলের নেতৃত্ব এসব আর কবে বুঝবে? অন্ধ মোদি বিরোধীতা করতে করতে দেশের সম্মান ডোবানোর রাজনীতি এবার অন্তত বন্ধ হোক।

মোদীর স্বপ্নের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ সফল করবে আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি

প্রদীপ মারিক

একমাত্র নরেন্দ্র মোদিই হলেন বিশ্ব-রাজনীতিতে শান্তির দূত। মোদির নেতৃত্বে ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে তৃতীয় শক্তিধর দেশে পরিণত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। সম্প্রতি মোদির প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্যে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছে। বিশ্ব রাজনৈতিক মহলে ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। বিশ্বনেতা মোদি এই চুক্তিকে ‘মাদার অফ অল অল ডিলস’ বলে উল্লেখ করছেন। এই চুক্তি ভারত ও ইউরোপের জনসাধারণের জন্য বড় সুযোগ নিয়ে আসবে। এই চুক্তি বিশ্বের দুটি প্রধান অর্থনীতির মধ্যে অংশীদারিত্বের একটি নিখুঁত উদাহরণ।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি পরই আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি। মোদির যোগ্য নেতৃত্বই ভারত আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির জন্য একটি শক্তিশালী ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করেছে। এই চুক্তি ভারতীয় রফতানিকারকদের, বিশেষ করে ধ্বংক (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ) কৃষক এবং জেলেদের জন্য ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল বাজারের দরজা খুলে দেবে। রফতানি বৃদ্ধি, নারী ও যুবকদের জন্য লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

আমেরিকার অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারত এবং আমেরিকার জন্য অত্যন্ত ভালো খবর। দুই দেশ অন্তর্বর্তিকালীন বাণিজ্য চুক্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে আসতে পেরেছে। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতি ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান। এই চুক্তি ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ পদক্ষেপকে আরও শক্ত করবে। দেশের কৃষক, উদ্যোগপতি, ধ্বংক্ষ মৎস্যজীবী এবং আরও অনেকের জন্য সুযোগ তৈরি করবে। মহিলা এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করবে এই চুক্তি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দাবি করেছেন, এই চুক্তি ভারতের জন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার খুলে দেবে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই চুক্তিতে মোদি সরকার দুগ্ধ ও কৃষিক্ষেত্রে কোনও আপস করেনি। এই দু’টি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রয়েছে।

ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ভারতের উপরে চাপানো ৫০ শতাংশ রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ কমিয়ে ১৮ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, অতিরিক্ত যে ২৫ শতাংশ কর চাপানো হয়েছিল, তা-ও তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ট্যারিফ রেট অনেকটাই কম। তাঁর দাবি, চিনের পণ্যের উপরে ৩৫ শতাংশ, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের উপরে ২০ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার উপরে ১৯ শতাংশ ট্যারিফ রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উপরে ১৮ শতাংশ ট্যারিফ রেট অনেকটাই কম। এর পাশাপাশি অনেক পণ্যের উপরে ট্যারিফ শূন্য করা হয়েছে। ভারত থেকে মূল্যবান রত্ন, হিরে, মশলা, চা, কফি, নারকেল এবং নারকেল তেল, কাজু এবং বিভিন্ন ফল এবং মশলা ছাড়াও অটো পার্টস, বিমানের যন্ত্রাংশ, ঘড়ি, এসেন্সিয়াল ওয়েলের মতো একাধিক পণ্যের উপরেও কোনও শুল্ক লাগবে না। স্মার্টফোন, ফার্মাসিউটিক্যালেও কোনও শুল্ক চাপানো হচ্ছে না।

ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনা চলছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, ভারতের উপরে চাপানো ৫০ শতাংশ রেসিপ্রোক্যাল ট্যারিফ কমিয়ে ১৮ শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। পাশাপাশি, অতিরিক্ত যে ২৫ শতাংশ কর চাপানো হয়েছিল, তা-ও তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ট্যারিফ রেট অনেকটাই কম। তাঁর দাবি, চিনের পণ্যের উপরে ৩৫ শতাংশ, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশের উপরে ২০ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার উপরে ১৯ শতাংশ ট্যারিফ রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উপরে ১৮ শতাংশ ট্যারিফ রেট অনেকটাই কম। এর পাশাপাশি অনেক পণ্যের উপরে ট্যারিফ শূন্য করা হয়েছে। ভারত থেকে মূল্যবান রত্ন, হিরে, মশলা, চা, কফি, নারকেল এবং নারকেল তেল, কাজু এবং বিভিন্ন ফল এবং মশলা ছাড়াও অটো পার্টস, বিমানের যন্ত্রাংশ, ঘড়ি, এসেন্সিয়াল ওয়েলের মতো একাধিক পণ্যের উপরে কোনও শুল্ক লাগবে না। স্মার্টফোন, ফার্মাসিউটিক্যালেও কোনও শুল্ক চাপানো হচ্ছে না।

তবে, কৃষকদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে বেশ কিছু ক্ষেত্রকে এই চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড কর্ণ, মাংস, পোলট্রি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য সয়াবিন, গম, চিনি, মিলেট ইত্যাদি দ্রব্যের উপরে ট্যারিফে কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। ওই সহ পণ্যে ১৮ শতাংশ কর বসবে। এ ছাড়াও কলা, স্ট্রবেরি, অ্যাভোগাডো, কিউয়ি, আনারস, মাশরুম, চেরির মতো বেশ কিছু ফল এবং সব্জির উপরে করছাড় দেওয়া হয়নি। গ্রিন ট্রি, কাবুলি চানা, মুগডাল, তৈলবীজ, অ্যালকোহলমুক্ত পানীয়, ইথানল-সহ একাধিক দ্রব্যের উপরেও কোনও ছাড় দেওয়া হয়নি। আমেরিকার সঙ্গে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হতে চলেছে। তাঁর দাবি, এই বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশের কৃষি এবং ডেয়ারি শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হবে। গোটা দেশের অর্থনৈতিক ভাবে দেশের উন্নতি হতে চলেছে। বাণিজ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারত ‘আত্মনির্ভর’ সেগুলিকে এই চুক্তির আওতায় আনা হয়নি।

সম্প্রতি ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট লোকসভায় পেস করেন অর্থমন্ত্রী। মোদি এই বাজেটকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে নির্মলা সীতারমণ পর পর ৯ বার বাজেট পেশ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। এই বাজেট বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলার পাশাপাশি নাগরিকদের স্বপ্ন পূরণ করতে এই বাজেট বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা ২০২৬ বাজেটকে নারিশক্তি, যুবশক্তি এবং কর্মসংস্থানের বাজেট বলেছেন। মোদি যা বলেন তাই করে দেখান সেটাই প্রতিফলিত হল আমেরিকার সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি।

২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আমেরিকার সঙ্গে ঐতিহাসিক অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতবাসীর স্বপ্নের বিকশিত ভারত গড়ে তুলবেই এটা একপ্রকার নিশ্চিত।

উত্তরবঙ্গের শতাধিক আদিবাসী ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে

নির্মল বিশ্বাস

সম্প্রতি সোমদেবী নামে এক জনজাতি মহিলার মৃত্যুর পরেই ‘ডুরা’ ভাষার অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের ভারতে কমবেশি ১৫০০ ভাষার ভেতর এখনো পর্যন্ত ৪৩৪টি ভাষা মৃত।

বিশ্বায়নের প্রভাবে সব ছোটো ছোট গোষ্ঠী আর বিচ্ছিন্ন না থেকে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সেই ঢেউয়ে বিপন্ন ভাষার সংখ্যাও ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

ভারতের জনগণণা অনুযায়ী ডুয়ার্স বা জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫১টি আলাদা মাতৃভাষা জনজাতির বাস। এরমধ্যে কম করেও ৪১টি ভাষার শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব হয়নি। ৮টি ভাষার বাচিক গোষ্ঠী, মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে আদিবাসীরা। বাকি ১০১টি বাচিক গোষ্ঠী মূলত ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত। আর্যভাষা গোষ্ঠী, ভোট চিনীয় গোষ্ঠী, অষ্টিক ভাষা গোষ্ঠী আর দ্রাবিড় গোষ্ঠী। এক কথায় জলপাইগুড়ি জেলাকে বিশ্বের ভাষা বৈচিত্র্যের জেলা বলা হয়।

বাস্তবে প্রাক্ উপনিবেশিক যুগে উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সে এক ধরনের ভাষা ছিল, যা ভুটানি ডুয়ার্স নামে পরিচিত। এখানে প্রভাবশালী যোগাযোগের ভাষা থাকলেও, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নিজেদের ভাষা ব্যবহারে উদ্যোগও দেখা যায়। পরে ব্রিটিশ উপনিবেশক-কালে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ব্যাপক বদল আসে। বিশেষতঃ চা বাগান পত্তন হওয়ার ফলে চা শিল্পের জন্য ছোট নাগপুর সান্তাড় পরগনা, ওড়িশা, ছত্রিশগড় আর মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রচুর দক্ষ ও পরিশ্রমী আদিবাসী জনগোষ্ঠী শ্রমিকদের এখানে আনা হয়েছিল। এদের মধ্যে রয়েছে ওঁরাও, মাহ, পাহাড়িয়া, মাগেশিয়া, বৈগা, শৌলিয়া, সামারিয়া, সউতিয়া, রাজমহলের মাল, কোড়া, সান্তাড়, শবর, খেরিয়া, লোধা, লোহার, ভূমিজ, বেদিয়া, অসুর, বিরজিয়া, রাভা, লেপচা, পাতি, চৌরজিয়া, কাছারি, কড়োয়া, কুরুখ, খাওয়ার, চিকবড়াইক, হো-অস্টিডাইপ, ডুপকা, ভুমিজ, ভুটিয়া, কোচ, শেরপা, লিম্বু, টোটো, দ্রাবির, মুন্ডারি, কুরমি, মেচ, বোরো, গাড়ো, লুলক, সালতো, মিয়াডেরি, বাদালিয়া, দাহরি, কাছারি সহ আরও ৩৬টি জনগোষ্ঠী। যাদেরকে বলা হয় ‘মদেশিয়া’ বা সমতলের মানুষ। এর ফলে, এসব অঞ্চলে আদিবাসী ভাষার প্রাধান্য বাড়ে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্রাবিড়, সাদরি, কুরুখ, সবর, সালতো, মুন্ডারি, কুরমি ও সান্তাড়।

এখানে এসব ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশ ও বিদেশের নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক গবেষকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে আদিম উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্ত সম্প্রদায়। যদিও বিশ্বায়িত সামাজিক কাঠামোর প্রভাবশালী মূল ভাষার প্রভাবে এই বাচিক গোষ্ঠী নিজেদের মাতৃভাষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই প্রথম প্রতিযোগিতায় এর মধ্যেই বিশ্বভাষার মানচিত্র হারিয়ে গেছে অনেক আঞ্চলিক ভাষা। জাতীয়স্তরে আদিবাসীদের নিজেদের মাতৃভাষা আর তার বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো রকম সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ না থাকায় এইসব আঞ্চলিক

ভাষার অনুগত্য ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর ফলে এইসব আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক অস্মিতাবোধ প্রতিষ্ঠা পেতে বাধা পাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের জনগণণার বিষয়টি সমালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনও আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ করে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সব ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো সুস্থিতা আসেনি। ফলে পরিসংখ্যানের দিক থেকে আদিবাসীদের সব ভাষার বাচিক সংখ্যা ধীরে ধীরে কমছে। বিগত পাঁচ দশকে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় সব ভাষার বাচিক সংখ্যা, সংখ্যাগত অবস্থা দেখলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। ১৯৬১ সালের জনগণনায় জলপাইগুড়ি জেলায় বাংলা ভাষার পরই ওঁরাও ভাষার স্থান ছিল। এরপর তৃতীয় স্থানে ছিল অস্টিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা ‘সাদরি’। সে সময় এই জেলায় ‘কুরুখ’ ভাষায় কথা বলতেন ১,৬১,৩৩০ জন। আবার ১৯৯১ সালের জনগণণায় তা কমে দাঁড়ায় ১,০১,২২৪ জন। মোটের উপর ওই সাল পর্যন্ত ৩৭ শতাংশ কমে যায়। এখন এঁদের স্থান পঞ্চমে নেমে এসেছে। তবে এই জেলায় কম জনসংখ্যা হল টোটোরা। ১৯৬১ সালে জনগণণায় আদম- সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ৩৭৬ জন। আবার ১৯৯১ সালের জনগণণায় ৯০৪ জন। এরপর আবার ২০০৮ সালের রিপোর্টে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০৩ জন। এরপর ২০১২ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায় টোটোদের সংখ্যা ১২৭১ জন। এদের মধ্যে নারী ৬৪৭ জন আর পুরুষের সংখ্যা ৭২৪ জন। এভাবে অন্য ভাষার পৃষ্ঠপোষকতায় আর নিজের ভাষা চর্চার অভাবে পুরো উত্তরবঙ্গের শতাধিক আদিবাসীদের মাতৃভাষা আজ বিলুপ্তির পথে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমত তাঁদের চিরাচরিত ভাষা অর্থাৎ যে ভাষায় তাঁরা প্রথম থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, এমনকী মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করতেন, হঠাৎ করে তাঁদের উপর নতুন ভাষা চাপিয়ে দেওয়ায়, তাঁদের মাতৃভাষার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। দ্বিতীয়ত, গত চার-পাঁচ দশকের মধ্যে এইসব ভাষায় খুব তাড়াতাড়ি প্রভাবশালী ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। স্কুলের পাঠ্যক্রমে এখনো কোনো আদিবাসী ভাষা সেভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। বরং ১৯৭০ সালে ভারতের বিভিন্ন স্কুলে যেখানে ৮১টি ভাষায় পড়ানো হত। ১৯৭৮ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫১টিতে। আবার ১৯৯০ সালে পৌঁছে আরও কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬টি ভাষায় এবং প্রাথমিক স্তরে চালু রয়েছে ২৪টি ভাষায় আর উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২২টি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের দেশে।

এর ফলে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী বা শিশুদের এক অজানা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মুখে পড়তে হচ্ছে। অথচ, এনসিআরটি’র সুপারিশে বলা হয়েছে শিক্ষকদেরও আদিবাসী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর ভাষাশিক্ষা বা জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। তা কিন্তু মানা হচ্ছে না। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভাষা বৈচিত্র্যময় এলাকা উত্তরবঙ্গে আদিবাসী ভাষার ক্ষেত্রেও এই একই পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে। এখানে এঁরা এরমধ্যেই বাংলা আর নেপালি ভাষাকে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিসেবে নিচ্ছেন, যা উত্তরবঙ্গের বিপুলসংখ্যক বাচিক গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অনিবার্যভাবে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কী কারণে এভাবে ভাষা লোভ পাচ্ছে? এর উত্তর হিসাবে ভাষা বিজ্ঞানীদের অভিমত, বিশ্বায়নের প্রবল ঠেউয়ে ভেসে যায় দুর্বল আর ছোট সব ভাষা। সীমানা ভেঙে দুর্বল ভাষার আলাদা সত্তাকে মুছে দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। আবার কারো কারো মতে, এটা বিশ্বায়নের ফল।

বিশ্বায়নের জন্য সব ছোট গোষ্ঠী তাদের বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তম পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ভাষার সাম্রাজ্যবাদের কথায় প্রথমে ওঠে ইংরেজি ভাষার কথা। কারণ, আজকের পরিস্থিতিতে ইংরেজিটাই একমাত্র বিশ্বভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি একটি ভাষা লুপ্ত হয় অর্থাৎ তার মৃত্যু হয়, সেই সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলা মানুষের শত সহস্র বছরের চিন্তা ভাবনা আবেগ অভিজ্ঞতার আর কাজের উদ্যোগ সবই অতলে তলিয়ে যায়। সে ভাষা আর কোনো মানুষের মুখে ফিরে আসে না। কোনও লিখিত নমুনা যদি না থেকে যায় তাহলে সেই ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকা সংস্কৃতিও অবলুপ্ত হয়। যদি কোনো ভাষা কোনো পরিবেশে অত্যধিক প্রভাবশালী হয়ে ওঠে আর দেশজ ভাষার বা সব ভাষার ওপর চেপে বসে, আর এই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে। তখন তাকে ভাষা সম্রাজ্যবাদ বলা যেতে পারে। প্রভাবশালী সেই ভাষা এক সময় এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে সেই দেশের লোকেরা শিক্ষা, সাহিত্য আর দর্শন সরকারি কাজকর্মে এই প্রভাবশালী ভাষাটির ওপর ধীরে ধীরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যেমন, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে উত্তর আমেরিকার জাতিবৈরতা ও বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির ফলে ৫৫টি দুর্বল দেশজ ভাষা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভাষার মৃত্যুতে অনিবার্যভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে ওই গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কীভাবে মানুষেরা সম্পর্ক গড়তে প্রকৃতির সঙ্গে, তাও থেকে যাচ্ছে অজানা। কোনো ভাষার মৃত্যু ঘটলে জানা হয় না ওই ভাষায় কথা বলা লোকেরা জগৎকে কী চোখে দেখতেন? জানা যায় না, পরস্পরের সঙ্গে তাদের সংলাপের ধরন। জানা যায় না, কীভাবে আদান-প্রদান চলত পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে, কিংবা জানা হয় না জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য বা প্রেম ভালোবাসার মতো আবেগের হদিসও। অজানা অধরা রয়ে যায় ভাবনার আবেগের প্রবণতা।

ইংরেজি ভাষার প্রসারে ব্রিটিশ কাউন্সিলের বড়ো ভূমিকার কথা আজ আর কারো অজানা নয়। বিভিন্ন সময়ে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে ব্রিটিশ কাউন্সিল তৃতীয় বিশ্বে প্রচুর টাকা খরচ করেছে। আজ ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ শুধু নয়, বর্তমানে ইংরেজি ভাষা আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ইউরোপের সব দেশেও ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে।

আজ অবশ্য বিশ্বের সব জায়গায় আদিম জনজাতিদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। একইভাবে সব মুমূর্ষু ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় আমাদের। যেমন, সোমাদেবী নামে এক জনজাতি মহিলা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন ‘ডুরা’ ভাষার অস্তিত্ব ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ‘ডুরা’ ভাষার অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে ভারতের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে হিন্দি ভাষার মতো সব আদিবাসী ভাষার বিকাশেও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

শব্দছক ৮২

রবি দাস

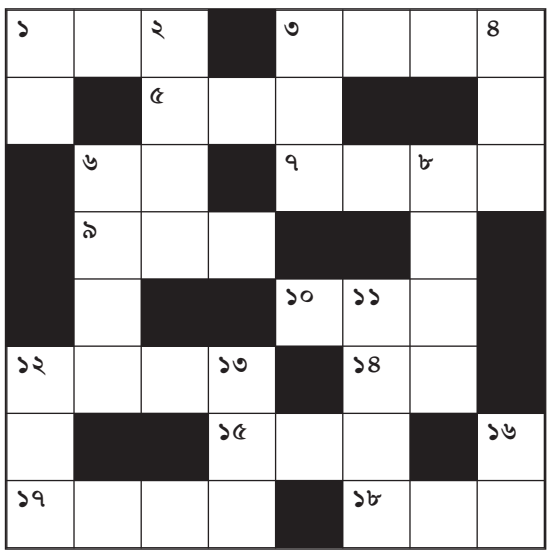

পাশাপাশি: ১. হুঁশ ৩. উপযুক্ত ৫. অতিক্রমণ ৬. চক্র ৭. দয়াকারী ঈশ্বর ৯. লতিয়ে চলে যা ১০. শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বান্ধব ১২. দীর্ঘসূত্রতা ১৪. যা থাকলে রসালো হয় ১৫. কিন্নরীদের দেশ ১৭. একেবারে নতুন ১৮. ক্ষীরসমুদ্র

ওপর-নিচ: ১. অম্ল ২. পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ৩. তালিকা ৪. পুত্র ৬. চালচূর্ণ পাউডার ৮. একই মাসে দু-বার অমাবস্যা ১১. পত্নীর রক্ষাকারী ১২. ব্যোম ১৩. পশ্চিমবঙ্গ ঘেঁষে এক অঙ্গরাজ্য ১৬. মন্দ

সমাধান ৮১ — পাশাপাশি: ১. গগন ৩. ভীমাবেগ ৬. রভস ৭. লাঠি ৮. নবম ১০. নল ১২. নগ ১৩. কপোতাক্ষ ১৫. লবণাক্ত ১৭. মম ২০. রাগ ২১. বিতান ২১. মাসী ২৪. ঠিকানা ২৫. সমাদৃত ২৬. শব্দিত

ওপর-নিচ : ১. গজানন ২. নরম ৩. ভীষণপোক্ত ৪. বেলা ৫. গঠিত ৯. কাল ১১. লতা ১৩. কণাগঠিত ১৪. ক্ষমতা ১৬. বরা ১৮. মনমত ১৯. সমাস ২১. বিনাশ ২৩. সীমা

আজকের দিন

- **১৯২০** — জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (পরবর্তীতে নাৎসি পার্টি) মিউনিখে বড় সভা অনুষ্ঠিত করে, যেখানে অ্যাডলফ হিটলার তার কর্মসূচির রূপরেখা দেন।
- **১৯৮১** — বাকিংহাম প্যালেস প্রিন্স চার্লস এবং লেডি ডায়ানার বাগদান ঘোষণা করে।
- **২০২২** — রুশ বাহিনী ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করে।

জন্মদিন

তালাত মামুদ

- **১৯২৪** বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তালাত মামুদের জন্মদিন।
- **১৯৩১** বিশ্বের চলচ্চিত্রাভিনেতা তরুণকুমারের জন্মদিন।
- **১৯৪৮** বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জয়ললিতার জন্মদিন।

চর্চাবাসর ৮৩

আর্থ্রাইটিস বা বাতের ব্যথার অর্থ হলো এক বা একাধিক জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ব্যথা, ফোলাভাব এবং আড়ষ্টতা। এটি জয়েন্টের কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি ক্ষয় করে হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা সৃষ্টি করে, যা নড়াচড়া কঠিন করে তোলে। প্রধানত অস্টিও আর্থারাইটিস (জয়েন্ট ক্ষয়) এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস (প্রদাহজনিত) এর জন্য পরিচিত।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ডানকুনিতে ট্রাকচালককে সিভিক ভলান্টিয়ারের মারধর-কাণ্ডে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ট্রাক ড্রাইভারকে মার সিভিক ভলান্টিয়ারের। ভিডিও পোস্ট করে পুলিশ ও শাসকদলকে খোঁচা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারির ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ভিডিও পোস্টে শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'পুলিশের সঙ্গে এক শ্রেণির সিভিক ভলান্টিয়ার বা হোমগার্ডরা এই কাজ করেন, তারা চালক- খালাসিকে মারধর করতেও পিছপা হন না। টাকা দিতে না চাইলে হয় মিথ্যা কেস দেওয়া হয়, নয় মারধর বা অত্যাচার করা হয় চালকদের উপর।' শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এই তৃণমূল সরকারকে সরানো প্রয়োজন। কারণ রাজ্যে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার।' ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেতা সুকান্ত মাজির দাবি, 'তৃণমূল পুলিশকে দিয়ে টাকা তোলাচ্ছে আর ভাতা দিচ্ছে। পুলিশও তাই বাধ্য হয়ে করছে। উর্দি পরে থাকলে আমরা মনে করি পুলিশ, পোশাক খুললেই তৃণমূল।' পাল্টা তৃণমূল যুব সভাপতি জিয়ারুল আকন বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে আইন মানা হয় না। এ রাজ্যে মানা হয়। ঘটনা নিন্দনীয়। পুলিশ ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যে অপরাধীদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করা হয়।'

ঝাড়গ্রামে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ৪৬ সদস্যের নতুন কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে জেলা স্তরে ধারাবাহিকভাবে কমিটি গঠনের কাজ চলছে। সেই আবহেই রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হল। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ৪৬ জনের নতুন কমিটির নাম প্রকাশ করা হয়। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির তালিকা ঘোষণা করেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দুলাল মুর্মু। নতুন কমিটিতে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদিকা পদে পুরোনো মুখদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্চিতা ঘোষ, শুভ্রা মাহাতো, রানি সরেন, কবিতা ঘোষ ও কুনামী হাঁসদা প্রমুখ। বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এবং জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারাণ্ডিকে। পুনঃনিযুক্ত জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নিয়তি মাহাতো এদিন বলেন, 'মহিলারা আজ সর্বতভাবে দিদির সঙ্গে আছেন। সামনের বিধানসভা নির্বাচনে আমরা আমাদের প্রিয় দিদিকে চতুর্থ বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আসনে দেখতে চাই। তাই অরণ্য সুন্দরীর সকল মহিলারা পুরো দমে মাঠে নেমে পড়তে বদ্ধপরিকর।'

কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত সিভিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কুকুরের তাড়া খেয়ে কুকুরের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে প্রাণ গেল কালনা থানার এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। জানা গিয়েছে, মৃত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম সুরজিৎ সাহা। তার বাড়ি কালনা থানার অন্তর্গত যোগীপাড়া এলাকায়। রবিবার রাতে কালনা থানা থেকে বেরিয়ে স্ত্রীকে একটি অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে আনতে যাওয়ার পথেই আমলাপুকুরের কাছে কয়েকটি কুকুর তাকে তাড়া করে, তখনই পিছন ঘুরে কুকুরের দিকে তাকাতে গিয়ে সামনে থাকা একটি পোলে ধাক্কা লেগে যায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের। এর পরই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। ঘটনার পর এলাকায় নেমেছে শোকের ছায়া। সোমবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় কালনা মহকুমা হসপিটালে। তারপর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

৫ হাজার বিদেশি ভক্ত নিয়ে শুরু নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মায়াপুর ইসকন এখন মিনি ওয়ার্ল্ডে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের সমস্ত দেশের ৫ হাজার বিদেশী ভক্ত-সহ মোট ১৫ হাজার ভক্তকে নিয়ে শুরু হয়েছে ৭২ কিমি নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা। তীর্থ নগরী নবদ্বীপ এবং মায়াপুর এখন কৃষ্ণ নামে মুখরিত। ১৯ শে

ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ৭ দিনের এই পরিক্রমায় থাকবে বিশ্ব শান্তি যজ্ঞ, নৌকা বিহার, বিভিন্ন ভাষায় ভাগবত পাঠ, সেমিনার ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ভক্তরা। বিভিন্ন ভাষায় ভজন কীর্তন মনোমুগ্ধকর নাটক পরিবেশন করবেন তাঁরা। ৩ মার্চ মঙ্গলবার চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হবে। ওই দিন বসন্ত উৎসবও রয়েছে। মায়াপুর ইসকনে সম্পন্ন হবে বিগ্রহের মহা অভিষেক অনুষ্ঠান। সমগ্র দিন ইসকন ভক্তরা উপবাস করে মহাপ্রভুর জন্মের সন্ধিক্ষণে বিভিন্ন রকমারি দ্রব্যাদি দিয়ে স্নান করাবেন। সঙ্গে থাকবে বেদ মন্ত্রোচ্চারণ হরিনাম সংকীর্তন। ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমাকে ঘিরে চলছে জোরদার নিরাপত্তা। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপে এই পরিক্রমা চলবে বলে ইসকন সূত্রে খবর। মায়াপুর ইসকনের দেশীয় বিদেশী ভক্তদের জায়গাগুলোতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। তীর্থ নগরী নবদ্বীপ ও মায়াপুরের কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে শুধু খোল, করতালের আওয়াজ, সঙ্গে কৃষ্ণ নাম। নবদ্বীপ মায়াপুর মিলে প্রায় আড়াইশোর বেশি মঠ ও মন্দিরে পালিত হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব তিথি উদযাপন অনুষ্ঠান। যদিও এ বিষয়ে ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, 'গত ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ৭২ কিলোমিটার নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা। নবদ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় এই পরিক্রমা অবস্থান করছেন। দেশি-বিদেশি ভক্তের সমন্বয়ে উৎসবমুখর মায়াপুর মিলন মেলায় মুখরিত হয়েছে।'

কোন দলের মুকুল, দ্বিধায় কৃষ্ণনগর!

অবশেষে মহুয়ার নির্দেশে শোকজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কোনও দলে মুকুল রায় প্রশ্নটা সকলের মুখে মুখে। মুকুল রায়ের মৃত্যুর খবর চাউড় হতেই জল্পনা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শহর কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হলেও বিগত চার বছরের অধিক সময় বিধায়ককে কাছে পায়নি কৃষ্ণনগরবাসী। এক প্রকার বিধায়ক কৃষ্ণনগর প্রশ্ন একটাই কোন দলে তিনি! যদিও কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা এলাকার সাংসদ মহুয়া মৈত্রের নির্দেশে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে বর্ষিয়াণ তৃণমূল নেতার শোকজ্ঞাপনের প্রস্তুতি চলছে। দলের একাংশের মতে কোনও দলে তিনি আমরা নিজেরাও জানিনা। যদিও মুকুল রায়ের মৃত্যুর খবরের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে কৃষ্ণনগর উত্তর

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস জানিয়েছেন বিজেপির টিকিটে জিতলেও তিনি তো তৃণমূলের বিধায়ক। ওনার শোকসভা বা স্মরণসভা যাই হোক না কেন সেটা তৃণমূল করবে। বিজেপি এসব কিছু করবে না। তবে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু দায় এড়ায়নি। কৃষ্ণনগরের সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র তার সংসদীয় এলাকার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন মুকুল রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার। তাই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে শোক সভার যাবতীয় প্রস্তুতি চলছে কৃষ্ণনগরে। এ বিষয়ে প্রশ্ন নগর শহর তৃণমূল সভাপতি তোমার লোক ঘোষ জানান, 'আমরা অস্বীকার করি না যে মুকুলদার তৃণমূল নন। মাঝে একটা ভুল করে তিনি তৃণমূল ছেলে বিজেপিতে গিয়েছিলেন ঠিকই। কৃষ্ণনগর উত্তরে জয় লাভের পর তিনি দলে ফিরে আসেন। তাই আমাদের উত্তর নেতৃত্বের নির্দেশে আমাদের প্রিয় নেতার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে। এখানে কৃষ্ণনগর পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থেকে শুরু করে যুব তৃণমূল নেতৃত্ব ছাত্র সংগঠন সকলেই উপস্থিত হয়েছেন।'

প্রয়াত মমতার আন্দোলনের আরও এক সৈনিক ফেলানি বসাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: যে আন্দোলনকে ঘিরে আজ তিনি মুখ্যমন্ত্রী সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের আরও এক মূল কাণ্ডারী প্রয়াত হলেন। ঘটনাটি হয়তো অনেকেরই অজানা। সালটা ছিল ১৯৯৩ । তৎকালীন বাম আমলের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে শান্তিপুরের ধর্ষিতা মুক ও বধির মেয়ের মা ফেলানি বসাককে নিয়ে সোজা রাইটার্সে চলে গিয়েছিলেন বিচার চাইতে। সঙ্গে সেদিন ছিলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগরের উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং শান্তিপুরের রিক্তা কুন্ডু। ধর্ষিতা মুক ও বধির মেয়ের বিচার চাইতে গিয়ে রাইটার্স থেকে চুলের মুঠি ধরে টেনে হিচড়ে নামিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন বাম আমলের পুলিশ। সেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্সের অলিন্দে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকবো মাথা উঁচু করে ঢুকবো। তার আগে লালবাড়ির সীমানাতে তিনি পা রাখবেন না। সেদিন ধর্ষিতা বোবা মেয়ের বিচার পাননি শান্তিপুরের ফুলিয়ার ফেলানি বসাক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সিঙ্গুরে ও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল ফেলানি বসাক। অবশেষে ৮০ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় ফেলানি বসাকের। ফেলানি বসাকের আক্ষেপ ছিল মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে বোধহয় একবার না একবার দেখা করতে আসবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি আসতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তাঁর দেখা করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শারীরিক অবস্থার জন্য সে ইচ্ছাও পূরণ হয়নি ফেলানি বসাকের। এদিন ফেলানি বসাককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যান শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী, শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুব্রত সরকার-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

কারখানার ছাই ফেলায় দূষণবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: আসানসোল পৌর কর্পোরেশনের জামুরিয়া বোরো ১/৪ চার নম্বর ওয়ার্ডের কমলিয়া বাঁধ পুকুরের কাছে কারখানার দূষিত ছায় ফেলার কারণে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারীরা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এই কারণে যেকোনও সময় বড় ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই পথ দিয়ে যাতায়াতকারী মানুষরা জানান, যখনই তারা বাইক নিয়ে এই সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেন, ধুলার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁদের। তাঁরা বলেন, ধুলো এত বেশি হয় যে বাইক চালকদেরও চোখ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দা সোহেল আক্তার জানান, ভুলের কারণে এলাকায় দূষণের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়েছে যার ফলে সমস্যায় পড়ছে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে যেসব শিশু সকালে এখানে স্কুলে যায়, সেসব শিশু ও তাদের অভিভাবকদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। এখন দেখার বিষয় এলাকার মানুষের সমস্যা সমাধানে কখন ঘুম ভাঙে প্রশাসনের।

দীর্ঘ ১০ বছর পর গুসকরায় ফিরছে সার্কাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: একসময় সার্কাস ছিল বিনোদনের বড় মাধ্যম। শীতকাল পড়লেই বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত সার্কাসের তাঁবু। আর সেখানে ভিড় জমাত আট থেকে আশি সকল বয়সের মানুষজন। কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে অস্তিত্ব সংকটে সার্কাসের। এখনকার দেখা যায় না অত বেশি সার্কাসের তাঁবু। তবুও অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সার্কাস শিল্প। এমনই লড়াইয়ে সামিল টারজান সার্কাসও। বর্তমানে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা শহরের রটন্তী কালিতলা প্রাঙ্গণে। সার্কাসে জীবজন্তু নিষিদ্ধ হয়েছে অনেক বছর হল। আর তার প্রভাব যে কিছুটা হলেও এই শিল্পে পড়েছে, তা মেনে নিয়েছেন টারজান সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার । তিনি বলেন, 'আগে বাঘ, সিংহ, হাতির গর্জন শুনলেই মানুষ টের পেয়ে যেত সার্কাসের আসর বসেছে। এখন সে সব অতীত। তবু,তারা দর্শকদের মনোরঞ্জনে কোনও খামতি রাখেন নি। সার্কাসকে ঘিরে সাধারণ মানুষের যে উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে, তাতে আশা করা যাচ্ছে এই শিল্পের সুদিন ফিরবে অদূর ভবিষ্যতে।' এই বুধবার থেকেই শুরু হবে গুসকরা রটন্তী কালিতলায় টারজান সার্কাস এর প্রথম শো। প্রতিদিন থাকছে তিনটি করে শো দুপুর একটা বিকেল চারটা এবং সন্ধ্যা সাতটা। টিকিটের মূল্যও সাধ্যের মধ্যে রাখা হয়েছে। তবে এলাকায় সার্কাস বসায় তা দেখতে কচিকাঁচাদের মধ্যে যথেষ্ট উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।

SBI এইচএলসি বিধাননগর, কোড নং- ১৫৩৪২
জোনালঅফিস বিল্ডিং (৫ম তল)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

সংশোধনী

এই সংবাদপত্রের ২২.০২.২০২৬ সংস্করণে আমাদের ভেহিকেল অকশন অধীনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে **(অ্যাকাউন্ট নাম : অভিষেক দত্ত) ই-নিলামের তারিখ পড়তে হবে** **'০৫.০৩.২০২৬'-২৫.০৩.২০২৬** এবং পরিবর্তে এবং পর্যবেক্ষণের তারিখ পড়তে হবে **'২৬.০২.২০২৬' -১৮.০৩.২০২৬** এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ -এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশের বিজ্ঞাপন
[২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অধীনে অনুযায়ী]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **অহিংসা হোল্ডিংস** এক ব্যবসায়িক সংস্থা ২০১৩ সালের কোম্পানি [illegible]
অহিংসা হোল্ডিংস -এর পক্ষে
স্বা/-
ঋষি জৈন
তারিখ: ২৪.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ -এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশের বিজ্ঞাপন
[২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অধীনে অনুযায়ী]
[illegible]
স্বা/-
অরুণ কুমার আগরওয়াল
তারিখ: ২৪.০২.২০২৬
স্থান: দার্জিলিং

ডিউক কমার্স লিমিটেড
CIN - L51909WB1982PLC035425
রেজিস্টার্ড অফিস : হংকং হাউজ, ২য় তল, ৩১ বি. বি. ডি বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০০১
ওয়েবসাইট: dukecommerce.org; ই-মেল : duke.commerce@yahoo.com

ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের স্থানান্তরের অনুরোধ -এর পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সেবি উল্লেখ্য সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬ -এমঅআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ (সার্কুলার) ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রি/ক্রয় এমন ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির জন্য স্থানান্তর হেতু পূর্বে দাখিলকৃত বা তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) পূর্বের ফিজিক্যাল আকারে অপ্রচলিত হস্তান্তর, ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুযায়ী এবং বাতিল/ফেরত কোম্পানি কর্তৃক/আরটিএ নথির অপ্রতুলতা এবং পুনরায় নথিভুক্তকরণ জরুরি প্রয়োজনীয় নথি বা কাট অফ ডেটের পূর্বে নির্দিষ্টকৃত পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এমন স্থানান্তর শেয়ারসমূহ ৩১ মার্চ ২০২১ অনুযায়ী "বিশেষ ব্যাবস্থা স্থানান্তর এবং ডিমেরিলাইজেনশ অব ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ" এর মাধ্যমে এক বছরের মেয়াদে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেক ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত সময়ে সুবিধা প্রদান করা হবে(সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নথিভুক্ত কোম্পানি আরটিএ সহিত যেসকল অনুরোধ অমীমাংসিত রয়েছে সহ)। যাহোক , সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দাবিদারদের অবশ্যই মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট সহা উক্ত শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির নিকট প্রেরণ হয়নি কোনও কারণেই থাকতে হবে। উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানি রেজিস্ট্রার মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি, রসুই কোর্ট ৬ষ্ঠ তল, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ বা কোম্পানি duke.commerce@yahoo.com -এর নিকট পাঠাতে পারেন। স্থানান্তর কেবল ডিমাট আকারে অর্থাৎ স্থানান্তরের পর তা ডিমেটারিলাইজড আকারে ইস্যু করা হবে। যারা পূর্বে স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন কিন্তু স্থানান্তরিত শেয়ার পাননি কারণ কোনও খামতির জন্য তারা এই বিনিয়োগকারীগণের সুবিধার্থে বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন।

ডিউক কমার্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
গৌরব আগরওয়ালা
ডিরেক্টর
ডিন : ০০২০১৪৬৯
তারিখ : ২৩.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের স্থানান্তরের অনুরোধ -এর পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া উল্লেখ্য সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমঅআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ (সার্কুলার) ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে বিক্রি/ক্রয় এমন ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির জন্য স্থানান্তর হেতু পূর্বে দাখিলকৃতক বা তার রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) পূর্বের ফিজিক্যাল আকারে অপ্রচলিত হস্তান্তর, ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ অনুযায়ী এবং বাতিল/ফেরত কোম্পানি কর্তৃক/আরটিএ নথির অপ্রতুলতা এবং পুনরায় নথিভুক্তকরণ জরুরি প্রয়োজনীয় নথি বা কাট অফ ডেটের পূর্বে নির্দিষ্টকৃত পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এমন স্থানান্তর শেয়ারসমূহ ৩১ মার্চ ২০২১ অনুযায়ী "বিশেষ ব্যাবস্থা স্থানান্তর এবং ডিমেরিলাইজেনশ অব ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ" এর মাধ্যমে এক বছরের মেয়াদে <u>০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭</u> পর্যন্ত সময়ে সুবিধা প্রদান করা হবে। যাহোক, সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে দাবিদারদের অবশ্যই মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট সহা উক্ত শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির নিকট প্রেরণ হয়নি কোনও কারণেই থাকতে হবে। আরও অবগত করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটিগুলি অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণকারীর নিকট ডিমাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে এবং এমন সিটিরিটিজগুলি সংশ্লিষ্ট সময়ে হস্তান্তর/লিয়েন মার্কড/দায়বদ্ধ করা যাবে না। আরও অবগত করা হচ্ছে যে,কোম্পানির কোম্পানি সেক্রেটারির সহিত সম্পর্ক করা যাবে বা রেজিস্ট্রার বা হস্তান্তরকারী এজেন্ট সহিত অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১ (পব), ফোন : (০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮), ই মেল আইডি : mdpldc@yahoo.com। সার্কুলারের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.manaksiaaluminium.com** থেকে পাওয়া যাবে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
অভিষেক চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক
এম নং : এ৬০১৩
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০২.২০২৬

AGI GREENPAC
এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বতন : এইচএসআইএল লিমিটেড)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮,
ই-মেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট: www.agigreenpac.com

ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের স্থানান্তরের অনুরোধ -এর পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সেবি সার্কুলার HO/38/13/11S2V2026-MIRSD-POD/U3750/2026 -এর শর্তানুসারে, ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার সুবিধার্থে ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।
ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের যে অনুরোধগুলো ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে নথিপত্র/প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যান/ফেরত/অমীমাংসিত ছিল, সেগুলো ত্রুটি সংশোধন করে হস্তান্তরের নিবন্ধনের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ এর মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ -এর কাছে পুনরায় জমা দেওয়া যাবে।
আরটিএ দ্বারা সমস্ত নথিপত্র সঠিক পাওয়া গেলে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলো শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে ইস্যু করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য সেগুলো লক-ইন পিরিয়ডে থাকবে।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ওম পাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং: এ ৩০৯২৬
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৩.০২.২০২৬

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪
ই-মেল : info@mcmil.in; ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com

ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহের স্থানান্তরের অনুরোধ -এর পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

[illegible]

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
[illegible]
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০২.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
২য় এবং ৩য় ফ্লোর,
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ক) **ডিজকন ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১০।
খ) **শ্রী প্রবীর কুমার লোধ (জামিনদার),** ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা - ৭০০০১০।
গ) **শ্রীমতি কৃষ্ণা লোধ (জামিনদার),** ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা - ৭০০০১০।
ঘ) **শ্রী সিদ্ধার্থ লোধ (জামিনদার),** ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা - ৭০০০১০।
ঙ) **শ্রী প্রবীর কুমার লোধ এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা লোধ (বন্ধকদাতা),** ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় ফ্লোর, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১০।

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ০৩.১২.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, **ডিজকন ক্রিয়েশনস প্রাইভেট লিমিটেড,** শ্রী প্রবীর কুমার লোধ, শ্রীমতি কৃষ্ণা লোধ এবং শ্রী সিদ্ধার্থ লোধ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ৮, ৩য় তলা, ৩৪ এ, সুরেন সরকার রোড, কলকাতা-৭০০০১০ - কে **১৫,৮১,৮৩৪.০০/- টাকা (পনের লক্ষ একাশি হাজার আটশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে দখল নিয়েছেন।**
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **১৫,৮১,৮৩৪.০০/- টাকা (পনের লক্ষ একাশি হাজার আটশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র) ১৯.০২.২০২৬** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকী সম্পদ -(CERSAI ASSET ID 200039851281)
স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক স্থান সহ জমির আনুপাতিক অবিভক্ত/অচিহ্নিত অংশ, ফ্ল্যাট/ইউনিট নং ৮ এর সকল, উত্তর দিকে, তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত, ৩৪এ, সুরেন সরকার রোড (পূর্বতন বহির সুরা রোড), পোঃ ও থানা বেলেঘাটা, কলকাতা ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ-এ নির্মিত ৪ (জি+৩) তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং ব্লকে, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৩৩, বোরো-৩-এর এখতিয়ার ও মিউনিসিপ্যাল সীমানার মধ্যে অবস্থিত। **জমির চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তরে:** হাউজিং কমপ্লেক্স লেক ডিস্ট্রিক্ট; **দক্ষিণে:** ২০ ফুট চওড়া সুরেন সরকার রোড; **পূর্বে:** ৩৪বি, এস এস রোড; **পশ্চিমে:** রতন লাল দত্তের খালি জমি ও পুকুর।
হাইপোথিকেটেড সম্পদ: স্টক এবং বুক ডেটস।
তারিখ: ১৯.০২.২০২৬, স্থান: কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসাত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
২য় ফ্লোর, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধান নগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪
সংযোজন এফ
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮-১১-২০২৫ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা: শ্রী শিবনাথ দাস এবং জামিনদার- শ্রীমতী ঝর্না দাস** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **২১,৭৮,৫৬৯.০০ টাকা (টাকায় একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর মাত্র)** উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে **৬০ দিনের মধ্যে** পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **২১,৭৮,৫৬৯.০০ টাকা (টাকায় একুশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পাঁচশত উনসত্তর মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জাগুলি শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তি / জামানত রাখা সম্পত্তির বিবরণ
১) শ্রী শিবনাথ দাস, পিতা- শ্রী কালীপদ দাসের নামে থাকা জমি এবং তার ওপর কাঠামোর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ২.৫০ ডেসিমেল (সামান্য কম বা বেশি), মৌজা- বাইকারা, জে.এল. নং ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৬১৬, দাগ নং ১১৩৬/১৪৯৬ (এল.আর. এবং আর.এস.) , ফতেপুর জি.পি.-এর অধীনে, বাইকারা, এডিএসআর- হরিণঘাটার এক্তিয়ারভুক্ত, থানা- হরিণঘাটা, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ । **জমি ও ভবন সংলগ্ন সীমানা: উত্তরে-** রঘুনাথ দাসের বাড়ি, **দক্ষিণে-** গণেশ দাস পূর্বে দেবজিৎ দাসের বাড়ি, **পূর্বে-** শিবনাথ দাসের সম্পত্তি অতঃপর কার্তিক মন্ডলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** ৮ ফুট চওড়া রাস্তা (কাঁচা রাস্তা)। **২)** শ্রী শিবনাথ দাস, পিতা- শ্রী কালীপদ দাসের নামে থাকা জমি এবং তার ওপর কাঠামো (কাজের শেড সহ) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ ২.৫০ ডেসিমেল (সামান্য কম বা বেশি), মৌজা- বাইকারা, জে.এল. নং ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৬৯, এল.আর. দাগ নং ১১৩৬/১৪৯৫ এবং ১১৩৬/১৪৯৬, ফতেপুর জি.পি.-এর অধীনে, বাইকারা, থানা- হরিণঘাটা, এডিএসআর- হরিণঘাটার এক্তিয়ারভুক্ত, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **জমি ও ভবন সংলগ্ন সীমানা: উত্তরে-** শিবনাথ দাসের বাড়ি, **দক্ষিণে-** ঝর্না দাসের বাড়ি, **পূর্বে-** কার্তিক মন্ডলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে-** ৮ ফুট চওড়া রাস্তা (কাঁচা রাস্তা) ।
স্থান: জাগুলি
তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
আর এন মুখার্জি রোড শাখা
৩/১ আর এন মুখার্জি রোড, ১ম ফ্লোর
কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট-৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
[illegible]
তারিখ: ২৩.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ इंडिया / Bank of India BOI Relationship beyond Banking
বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্টুং অ্যাভিনিউ,
বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা-বর্ধমান,
পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল: zo.bardhaman@bankofindia.com

বকেয়া লকার ভাড়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ক্র. নং	লকার হোল্ডারের নাম	ঠিকানা	বকেয়া লকার ভাড়া	প্রেরিত নোটিশের বিশদ	বকেয়া যখন থেকে	শাখা
১.	দিলীপ কুমার গাঙ্গুলী	৭২/৬ জি.টি. রোড তেলিনী পাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১২৫	৯০০০	১০/০৫/২০২৪ ১৪/০৮/২০২৪ ২০/০৬/২০২৫	২৪/০৯/২০২০	বার্নপুর
২.	ঈশ্বর সিং	লক্ষ্মীপুর মাঠ কলেজ, আসানসোল বার্নপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০১	৭৫০০	১০/০৫/২০২৪ ১৪/০৮/২০২৪ ২০/০৬/২০২৫	১৯/০১/২০২২	বার্নপুর

"উপরে উল্লিখিত সকল লকার হোল্ডাররা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার শাখাগুলিতে (যেমনটি কলাম ৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে) লকার ব্যবহার করছেন। আমরা উপরের টেবিলের কলাম ৫-এ উল্লিখিত তারিখগুলিতে বকেয়া লকার ভাড়ার পেমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন যোগাযোগ করেছি। তবে বিভিন্ন তাগাদা সত্ত্বেও উক্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়নি। সকল লকার হোল্ডারকে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে উপরের টেবিলের ৪ নং কলামে উল্লিখিত বকেয়া ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য আরও একবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাওনা পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে, এই বিজ্ঞপ্তি/নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ০৭ দিন পরে ব্যাঙ্ক তাদের (লকার হোল্ডারদের) নিজস্ব খরচ এবং চার্জে এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের ঝুঁকি ও দায়িত্বে লকারগুলি ড্রিল করে খুলে ফেলবে।"

তারিখ : ২৪.০২.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার মানিকচকের ছেলে উমর
ফারুককে ফাঁসানো হয়েছে বলে সরব পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: জঙ্গি সন্দেহে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার হয় মালদার মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অসিনটোলা গ্রামের বাসিন্দা উমর ফারুক। উচ্চ মাধ্যমিক পাস এই যুবক। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করত বলে পরিবারের দাবি। ঈদে বাড়ি আসার কথা ছিল। গত শনিবার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। উমর ফারুকের বাবা আক্তার হোসেনও একসময় ভিন রাজ্যে কাজ করতেন। উমর ফারুক বড় ছেলে। তার ভাই হাসান আলি টোটো চালক। এসআইআর-এর জন্য গত মাসে বাড়ি এসেছিল উমর। পরিবারের বক্তব্য, তাঁর স্বভাব আচরণ খুব ভালো ছিল। ফাঁসানো হয়েছে তাঁদের পরিবারের সদস্যকে। মাসে পরিবারের খরচ হিসাবে কখনো পাঁচ হাজার, কখনো ১০ হাজার পাঠাতো উমর। জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ফোন মারফত তাঁরা জানতে পারে। এই খবর জানতে পারার পরই সোমবার সকাল থেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার পরিবারের সদস্যরা।

উল্লেখ্য, গত রবিবার পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইকে সহযোগিতা করা এবং লস্কর তৈবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অভিযোগে কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় মালদার দিনমজুর উমর ফারুককে (২৭)। তার বাড়ি মালদার মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অসিনটোলা এলাকায়। এরপর এদিন রাতে বিষয়টি ধৃত যুবকের পরিবার জানতে পেরে যেন শোকে ভেঙে পড়েন। কার্যত আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামের বাসিন্দারাও। পাশাপাশি গ্রামের বদনাম হওয়ার আশঙ্কায় অনেকেই সোমবার সকাল থেকেই ধৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। ধৃতের স্ত্রী সেমি খাতুন বলেন, 'জানুয়ারি মাসেই এসআইআর-এর জন্য উমর ফারুক বাড়ি এসেছিল। এরপর কাজে চলে যায়। কিছুদিন ধরে ও কলকাতাতেই ছিল। রমজান মাস শুরু হয়েছে। ওখানে স্বামী রোজা করার কথা জানিয়েছিল। বলেছিল একেবারে ঈদের ছুটিতে আসবে। গত সপ্তাহের শনিবার এই কথাগুলি হয়। এরপরই রবিবার রাতে জানতে পারি আমার স্বামীকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু ও কোনভাবেই এমন অপরাধ জগতে জড়াতে পারে না। যে পরিবারে দু'বেলা ভাত জোট না, হাড়ভাঙা খাটুনি করতে হয়, সেই পরিবারের ছেলে কেনই বা যাবে দেশবিরোধী কাজ করতে? এখন পরিবারের কি হবে ভাবতে পারছি না।' অন্যদিকে, ধৃতের মা রহিমা বিবি বলেন, 'আমার বড় ছেলের উপরই তো ভরসা করে সংসারটা চলছিল। মাসে কখনও ১০ হাজার আবার কখনও ৭ হাজার টাকা করে পাঠাতো। আমাদের টুকিটাকি কাজ ও ছেলের রোজগারে কোনরকমে সংসার চলছিল। হঠাৎ করে আমরা জানতে পারি ছেলেকে জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আমাদের দাবি ওকে কেউ বা কারা ফাঁসিয়েছে।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত উমর ফারুকের বাবা আক্তার হোসেনও (৭০)। একসময় ভিন রাজ্যে কাজ করতেন তিনি। উমর ফারুক বড় ছেলে। তার ভাই হাসান আলি টোটো চালক। দুই মাস আগেই বাড়ি এসেছিল উমর। ধৃতের বাবা আক্তার হোসেন বলেন, 'অর্থের অভাবে ছেলেকে বেশি দূর পড়াতে পারিনি। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েই ছেলে স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেয়। পরে ভিন রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ছেলে কাজ শুরু করে।' স্থানীয় গ্রামবাসী নোমান শেখ, রহিম শেখ, বদরুদ্দীন আহমেদ বলেন, 'পরিবার যে কথাটা বলছে সেটা কতটা সত্যি তা জানিনা। তবে উমর খুব ভালো ছেলে এবং পড়াশোনায় যথেষ্ট ভাল ছিল। আমরা জানি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ও কম্পিউটারে ভালো একটা ডিগ্রি পেয়েছিল। কেন পরিবারটি এভাবে মিথ্যা কথা বলছে বলতে পারব না। তবে উমর এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে ভিন রাজ্যে কাজ করত বর্তমানে সে কলকাতায় শ্রমিকের কাজ করছিল। ওর জন্য আমাদের গ্রাম এখন বদনামের ভাগীদার হবে।' স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের মনিরুল শেখ বলেন, 'উমর পরিবারটি দিনমজুরি করে। পড়াশোনা জানা একটা ছেলে কলকাতায় ভালো কাজ পেয়েছিল বলে শুনেছিলাম। তারপরেই এদিন জানতে পারি জঙ্গি সন্দেহে ওকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জানি না এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কি রয়েছে। হয়তো ওকে ফাঁসানো হতে পারে।' মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'যা ঘটেছে জেলার বাইরে। সুতরাং এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না।'

মালদায় কোটি টাকার মূল্যের এমডিএমএ ড্রাগ উদ্ধার-সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নেশার ঘোরে বাড়বে যৌন চাহিদা।পুরুষ হোক বা মহিলা সকলের ক্ষেত্রে একই ভাবে ড্রাগস নিলেই শারীরিক মিলনের ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত বেড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, এটা এমন এক ড্রাগস যা ব্যবহার করলে যে কোনও ধরনের বয়সের মানুষদের মধ্যে ভালোবাসার চাহিদাও অফুরন্ত বাড়বে। আর এই ধরনের ড্রাগস মাফিয়া চক্র প্রথম ধরা পড়লো মালদায়। উদ্ধার হয়েছে ৪৫৩ গ্রাম লাভ ড্রাগস্। বিদেশের বাজারে এই ড্রাগসের নাম এমডিএমএ। উদ্ধার হওয়া এই লাভ রাজ্যের বর্তমান বাজার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি। ব্রাউন সুগার এবং হেরোইনের থেকেও এই মাদকের দাম অন্তত ছয় গুণ বেশি বলে জানিয়েছে পুলিশ। মূলত মেক্সিকো এবং কলম্বিয়ার মতোন দেশে এই ধরনের ড্রাগস মাফিয়াদের কারবার রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ কালিকাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্যাকেট বন্দি ৪৫৩ লাভ ড্রাগ-সহ দুই জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমবার ধৃতদের মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতেরা হল মহম্মদ সামাউল হক (২৯)। তার বাড়ি কালিয়াচক থানার শাহবাজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনগ্রাম এলাকায়। পাশাপাশি রাজনগর মডেল এলাকার বাসিন্দা মোবারক হোসেন (৩৫)। তাদের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৫৩ গ্রাম বিদেশি ব্রাউন সুগার। মেক্সিকো, কলম্বিয়ার মতো দেশে উন্নত মানের এবং সাধারণ ব্রাউন সুগারের তুলনায় ছয় গুণ দামী এই ড্রাগস বড় বড় পার্টিতে ব্যবহার করা হয়। এই প্রথম মালদা জেলায় এই ধরনের উন্নত মানের এবং দামী ড্রাগস উদ্ধারে সাফল্য পায় জেলা পুলিশ। এই উন্নত মানের মাদকটি ভারতে লাভ ড্রাগস

এবং মলিন নামেও পরিচিত। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, বিদেশের মাদকের বাজার থেকেই বাংলাদেশের সীমান্তের চোরা পথ পেরিয়েই এগুলি কোনও প্রকারে কালিয়াচকে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর সেগুলি ঝাড়খন্ডে রাঁচি, নেপাল-সহ অন্য কোথাও পাচার করার পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, মূলত রেভ পার্টি, ডান্সিং বার এবং একাধিক অল্প বয়সিদের নেশার আসরেই এই ধরনের লাভ ড্রাগস ব্যবহার চেষ্টা চালাচ্ছে মাদক কারবারিরা। একদিকে নেশার ঘোর, অন্যদিকে শারীরিক যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য এই ধরনের ড্রাগসের এখন ব্যাপক ডিমান্ড রয়েছে। এদিন দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠক করে মালদা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বছরের এই প্রথম মালদায় এমন উন্নতমানের লাভ ড্রাগস-সহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কোনমতেই এই ধরনের কারবার হতে দেওয়া যাবে না। পুলিশ সবরকম ভাবে মাদক কারবারিদের প্রতিহত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে খানাকুলে বিজেপির অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আলুর ন্যায্য মূল্যের দাবিতে সোমবার উত্তাল হয়ে ওঠে খানাকুলের রামনগর এলাকা। এদিন রাস্তায় আলুর বস্তা ফেলে এবং টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক-সহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। অবরোধের জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে কিছুক্ষণ পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। বিজেপির অভিযোগ, বর্তমান পরিস্থিতিতে আলু চাষ করে কৃষকরা উৎপাদন খরচও তুলতে পারছেন না। তাঁদের দাবি, চাষিদের কাছ থেকে আলু কেনা হচ্ছে মাত্র সাড়ে তিন থেকে চার টাকা কেজি দরে, যা অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে কম। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের

ভর্তুকিযুক্ত সারের নির্ধারিত মূল্য থাকলেও বাস্তবে ইউরিয়া, ডিএপি ও পটাশ-সহ বিভিন্ন সারের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দাম নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ তোলেন আন্দোলনকারীরা। এর ফলে কৃষকদের আর্থিক চাপ ক্রমশ বাড়ছে বলে দাবি বিজেপির। এদিন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী-এর নেতৃত্বাধীন সরকার কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ। প্রশাসনিক উদাসীনতার কারণেই চাষিরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে তাঁর দাবি। বিজেপির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে আলুর ন্যায্য দাম নিশ্চিত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে মৃত্যু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর
দফায় দফায় পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনায় এক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার প্রসাদপুর এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে ও যথাযথ বিচারের দাবিতে দফায় দফায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার মানুষ। পরিস্থিতি সামাল দিতে রীতিমত হিমসিম খেতে হয় জয়পুর থানার পুলিশকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার জুজুড় হাইস্কুলের ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বাইক চালিয়ে নিজের পরীক্ষাকেন্দ্র জয়পুর হাইস্কুলে যাচ্ছিল জুয়েল শেখ নামের এক পরীক্ষার্থী। আচমকাই উল্টো দিক থেকে বিদ্যুতের খুঁটিবোঝাই একটি ইঞ্জিন ভ্যান মুখোমুখি এসে ধাক্কা মারে পরীক্ষার্থীর বাইকে। ইঞ্জিন ভ্যানে বোঝাই কংক্রিটের বিদ্যুতের খুঁটি সরাসরি ধাক্কা মারে পরীক্ষার্থীর বুকে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে ওই পরীক্ষার্থী। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার খবর

ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জুজুড় হাইস্কুল ও জয়পুর হাইস্কুলের শিক্ষকদের একাংশ। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে ও বিচারের দাবিতে প্রথমে বিষ্ণুপুর আরামবাগ রাজ্য সড়ক ও পরে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কুশমুড়ি হাইস্কুল-কাণ্ডে শিক্ষককে ফের আক্রমণ বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: '২০২৬ এরপর তৃণমূল ক্ষমতায় না থাকলে আপনাকে বিজেপি বিধায়কের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে' ক্লাসরুমে ঢুকে শিক্ষকের উপর বিজেপি বিধায়কের হম্বিতম্বির ঘটনায় এবার প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমে আক্রমণ বিজেপির মন্ডল সভাপতির। প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নামলো তৃণমূল।

উল্লেখ্য, ইন্দাসের কুশমুড়ি হাইস্কুলে বিনা অনুমতিতে ক্লাসে ঢুকে পড়ুয়াদের সামনে শিক্ষকের উপর বিধায়কের হম্বিতম্বির ঘটনায় বিতর্কের রেশ কিছুতেই যেন কাটছে না। এবার সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপির মন্ডল সভাপতির ফেসবুক লাইভে নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। ফেসবুক লাইভ করে বিজেপির মন্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল ক্ষমতায় না থাকলে এই শিক্ষককে ওই বিজেপি বিধায়কের পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে।' বিজেপির মন্ডল সভাপতির এই মন্তব্যের প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নেমে

প্রতিবাদে সামিল হল তৃণমূল।

গত মঙ্গলবার বাঁকুড়ার ইন্দাস থানার কুশমুড়ি হাইস্কুলে আচমকাই ঢুকে পড়েন ইন্দাসের বিজেপি বিধায়ক নির্মল কুমার ধাড়া। শিক্ষকের অনুমতি না নিয়ে তিনি সটান হাজির হন স্কুলের একটি ক্লাসরুমে। ক্লাসরুমে প্রবেশ করে স্কুলের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পড়ুয়াদের সামনেই শিক্ষকের উপর হম্বিতম্বি করেন বিধায়ক। সেই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। বিধায়কের এই আচরণের প্রতিবাদে ইন্দাস-সহ বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন রাস্তায় নেমে মিছিল ও সভা করে। সেই ঘটনার রেশ টেনে গতকাল ফেসবুক লাইভ করে সরব হন বিজেপির ইন্দাসের মন্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারী। ফেসবুক লাইভে তিনি সরাসরি কুশমুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বলেন, '২০২৬ সালের নির্বাচনের পর তৃণমূল না থাকলে তখন আপনি শিক্ষক সেলের নেতা হবেন। তখন আপনাকে এই বিজেপি বিধায়কেরই পায়ের তলায় এসে পড়তে হবে।' ফেসবুকে বিজেপির মন্ডল সভাপতির এহেন মন্তব্যে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপি নেতার মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে ফের আকুই বাজারে পথে নামে তৃণমূল। বিজেপির মন্ডল সভাপতি বিপ্রদাস অধিকারীর যুক্তি, 'বিধায়ক ভুল করেছেন। তার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তথা সমস্ত শিক্ষক সমাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। তারপরেও বিধায়কের এই ঘটনা নিয়ে যেভাবে নোংরামি করা হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি এই মন্তব্য করেছি।' তৃণমূলের পাল্টা দাবি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে শিক্ষকদের সম্মানের কী হাল হবে বিজেপি নেতার এই মন্তব্যই তার প্রমাণ।'

কেন্দ্রের সামাজিক অধিকার শিবির নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: সোমবার দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক অধিকার শিবির অনুষ্ঠিত হল ১১ নম্বর ওয়ার্ড কুরুড়িয়া ডাঙাল মিলন পল্লিতে। এর আগে ৫৪ ফুটের ক্ষুদিরাম মাঠে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে সাহায্য ও সহায়ক যন্ত্র প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকল্পে মোট ৭ হাজার ব্যক্তিকে নিজের বিধানসভায় সাহায্য করা হচ্ছে বলে জানালেন পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। তিনি বলেন, মোট ৭টি আইটেম তিনি বিধায়ক কোটার মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন, তা বিতরণ করা হচ্ছে ৬০ ঊর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিগদের। মোট ২৭টি ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে এই সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে বলে জানান বিধায়ক। যদিও পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিযোগ, 'বিজেপি বিধায়ক নাটক করছেন। তাঁকে সারা বছর

এলাকায় দেখা যায় না। বিজেপির প্রচুর টাকা আছে। ভোটের আগে প্রচুর টাকা খরচা করবে তারা, মানুষের পাশে থাকে না। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি আর বিজেপির বিধায়ক ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ার মাত্রই ময়দানে নেমেছেন।'একইসঙ্গে কটাক্ষ করে নরেন বাবু বলেন, 'মন কি বাত মনমেহি রহ জায়গা।'

ডিভিসির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ডিভিসি'র অধীন দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের গেটের সামনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে সামিল হল ভারতীয় মজদুর সংঘ ও বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার সকালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, একশ্রেণির আধিকারিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলন চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বচসার ঘটনাও ঘটে। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, তাঁদের সংগঠনের কর্মীদের কাজ না দিয়ে বেছে বেছে অন্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের জবাবে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিরুদ্ধে বিজেপির এই বিক্ষোভ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং কেন্দ্রীয় সংস্থায় নিয়োগ নিয়ে তৃণমূলকে দায়ী করার অভিযোগ ভিত্তিহীন।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হচ্ছে।

ফের মোলান্দি গ্রামে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: আবারও কালিগঞ্জের মোলান্দি গ্রামে উদ্ধার হল সকেট বোমা। কালিগঞ্জ মোলান্দি গ্রাম-সহ শিয়ালখালা গ্রাম থেকেও উদ্ধার হয়েছে সকেট বোমা। কোথা থেকে এই বোমা এখানে এলো তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে ওই জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়ার্ড, বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। এই মোলান্দি গ্রামেই বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলের দিন সকেট বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছিল তামান্না খাতুনের। এরপর এলাকায় তৈরি হয়েছে নতুন করে পুলিশ ফাঁড়ি। এলাকার পরিস্থিতি যে একটুও বদলায়নি এটাই তার প্রমাণ। এ বিষয়ে এলাকার বিধায়ক আলিফা আহমেদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমি জানিনা, জেনে খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

গুসকরা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়নের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, গুসকরা: পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামোর উন্নতির দাবিতে ফের সরব হল গুসকরা নাগরিক সমাজ। সোমবার গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে দু'ঘণ্টা ধরে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার সর্বস্তরের মানুষ। উপস্থিত ছিলেন নাগরিক সমাজের সম্পাদক সুবীর রানা, প্রাক্তন শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিনহা, চিকিৎসক শ্যামল দাস-সহ বিশিষ্টজনেরা। জানা গিয়েছে, বর্তমানে গুসকরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১০ শয্যার হাসপাতাল। পাঁচের দশকে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন গুসকরা ছিল মূলত গ্রামীণ এলাকা। প্রায় দুই দশক আগে হাসপাতাল চত্বরে নতুন ভবন তৈরি হলেও শয্যা সংখ্যা আর বাড়েনি। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, গত কয়েক দশকে শহরের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু গুসকরা শহর নয়, আশপাশের মঙ্গলকোট ও ভাতার ব্লক থেকেও বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এখানে আসেন। উপরন্তু জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার ঘটনা প্রায়শই ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ভরসা এই হাসপাতালই। অথচ বিগত চার-পাঁচ দশক ধরে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, পরিষেবার মান অত্যন্ত খারাপ। প্রায়শই রোগীদের বর্ধমানে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। তাই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে তারা সরব হয়েছেন। যদিও হাসপাতালের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

জলকষ্ট খনি অঞ্চলে, প্রতিবাদে পথে মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: এমনিতেই খনি অঞ্চল রুক্ষ-শুষ্ক হিসাবে পরিচিত। এলাকার বিশিষ্ট জনদের একাংশের মতে খনি অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় খোলা মুখ খনি তৈরি হওয়ায় জলস্তর নেমেছে, আর তার কারণেই আগামী দিনের জল সঙ্কট আরও তীব্র আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা। গরম পড়তে না পড়তেই জল সংকট দেখা দিয়েছে অন্ডালের খাস কাজোড়া এলাকার সরষে ডাঙায়। তাই পানীয় জলের দাবিতে সোমবার স্থানীয় মহিলারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। এদিন খাস কাজোড়া এলাকার সরষে ডাঙার প্রধান রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। যার জেরে রাস্তায় ঘণ্টা দু'য়েক যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে আসে অন্ডাল থানার পুলিশ। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়।

সবংয়ে কৃষকদের জন্য বহুতল বিপণন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য প্রদান এবং সড়ক সম্প্রসারণের জেরে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বড়সড় পদক্ষেপ নিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের তেমাথানিতে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে একটি আধুনিক ও বহুতল বিশিষ্ট কৃষিজ বিপণন কেন্দ্র বা মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছে। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষিজ বিপণন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির উদ্যোগে এই বিপণন কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া-সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অত্যাধুনিক বিপণন কেন্দ্রটি মূলত সবংয়ের কৃষকদের কথা মাথায় রেখে তৈরি হলেও সবংয়ের পার্শ্ববর্তী আরও ছ'টি ব্লকের কৃষকরা প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের একটি প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতিও পূরণ হতে চলেছে।

সম্প্রতি তেমাথানি-পটাশপুর রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের সময় তেমাথানি এলাকার বহু ব্যবসায়ীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। তখন প্রশাসনের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করে দেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতিমতোই এই বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল। প্রশাসনের আশা, এই কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ হলে কৃষকরা যেমন মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ছাড়াই ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন, তেমনই উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরাও নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবেন, যা এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করবে। মানস ভুঁইয়া বলেন, রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য যাঁদের সরানো হয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হল।

কেশরা কাটজুড়িডাঙা প্যাসেঞ্জার হল্টের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আদ্রা: দক্ষিণ পূর্ব রেলের আঞ্চলিক রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের অন্তর্গত কেশরা কাটজুড়িডাঙা প্যাসেঞ্জার হল্টের উদ্বোধন হল। এই নতুন সুবিধা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সহজ, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী রেল পরিবহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি আঞ্চলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আদ্রা বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক মুকেশ গুপ্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। সাধারণ জনগণকে এই প্রকল্পের গুরুত্ব ও এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে রেলের ভূমিকা তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রি শেখর দানা এবং প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুবাস সরকার। তাঁরা উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করে এই উদ্যোগের গুরুত্ব সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন এবং এলাকাবাসীকে নতুন রেল সুবিধার জন্য শুভেচ্ছা জানান। তাঁরা একে আঞ্চলিক সংযোগ, যাত্রী সুবিধা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধান অতিথিবৃন্দ

ট্রেন সংখ্যা ৬৮০৮৯ (মেদিনীপুর, আদ্রা মেমু) কে সবুজ পতাকা দেখিয়ে যাত্রা শুরু করান। এই সময় রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, প্রেস ও মিডিয়া প্রতিনিধিগণ এবং আশেপাশের এলাকার বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে স্থানীয় যাত্রী, শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ ও ব্যবসায়ীরা যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা পাবেন। কেশরা কাটজুড়িডাঙা প্যাসেঞ্জার হল্ট চালু হওয়ার ফলে আশেপাশের গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকাগুলি সরাসরি রেল সংযোগের আওতায় এসেছে, যার ফলে দূরবর্তী স্টেশনের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার হবে।

আসানসোল-শিয়ালদা ইন্টারসিটি রবিবার চালানোর দাবি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে কয়েক বছর আগে শুরু হয় আসানসোল ভায়া ব্যান্ডেল-শিয়ালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস। সুপারফাস্ট এই ট্রেন ধরেই বহু যাত্রী কলেজ পড়ুয়া,চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ীরা সহজেই কম সময়ের মধ্যে কলকাতার কেন্দ্রস্থল শিয়ালদাতে পৌঁছে যেতে পারেন। তবে এই ট্রেন সপ্তাহে ছয় দিন চললেও রবিবার পড়তে হয়ে যাত্রীদের সমস্যায়। প্রতি রবিবার ট্রেনটি বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয় আসানসোল থেকে কলকাতা যাতায়াতকারী যাত্রীদের। নিয়ম অনুযায়ী রবিবার শিয়ালদা স্টেশনগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস না চলায় বহু যাত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়। সপ্তাহের অন্য দিনের মতো রবিবারও প্রচুর মানুষ কলকাতায় যাতায়াত করলেও ট্রেনটি বন্ধ থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রীদের মধ্যে। রবিবার সকাল হলেই স্টেশনে দেখা যায় যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। অনেকেই

জরুরি কাজ, চিকিৎসা বা ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতা যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ট্রেন না থাকায় বিকল্প ব্যবস্থার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় মানুষকে। যাত্রীদের দাবি, সপ্তাহে মাত্র ছয় দিন নয়, সাতদিনই চালানো হোক শিয়ালদা ইন্টারসিটি। এক যাত্রীর কথায়, 'রেল যেন নিয়মের বাঁধন না মেনে সাধারণ মানুষের কথা ভাবুক। রবিবারও এই ট্রেন চালানো জরুরি।' যাত্রীদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, যদি পাটনা-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস রবিবার বিশেষ ট্রেন হিসেবে চালানো যায়, তাহলে আসানসোল-শিয়ালদা ইন্টারসিটি বিশেষ ট্রেন হিসেবে কেন চালানো যাবে না। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ পড়ে থাকা জসিডি-কলকাতা ট্রেন পুনরায় চালুর দাবিও তুলেছেন আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার সাংসদ নিশিকান্ত দুবে-র কাছেও একাধিকবার দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বাসিন্দাদের মতে, জসিডি-কলকাতা ট্রেনটি আগে আসানসোল থেকে কলকাতা হয়েই নিয়মিত চলতো। পরে সেটিকে জসিডি পর্যন্ত করা হয়। করোনার পর থেকে সেটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে সেটিকে পুনরায় চালু করার কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি রেলের পক্ষ থেকে। পুনরায় সেই ট্রেন চালু করা গেলে এবং আসানসোল-শিয়ালদা ইন্টারসিটি সপ্তাহের সাতদিন চালানো হলে শিল্পাঞ্চলের হাজার হাজার যাত্রী উপকৃত হবেন। এছাড়াও আসানসোলের মানুষ আসানসোল থেকে হাওড়া লোকাল ট্রেন চালুর দাবি জানিয়েছেন, সেটির বিষয়েও এখনও পর্যন্ত রেলের পক্ষ থেকে কোনও রকম উদ্যোগ নিতে দেখা যায় নি।

অন্যদিকে, কলকাতা থেকে আগে সমস্তিপুর পেসেঞ্জার ট্রেন চললেও সেটি ২০১৯ নাগাদ কলকাতা সিতামারী এক্সপ্রেস হিসেবে চালানো হলেও করোনার পর সেটি সপ্তাহে একদিন চলে ডানকুনি হয়ে। সেই ট্রেনটিও পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন অনেকে। এখন দেখার বিষয়, যাত্রীদের এই দাবির প্রেক্ষিতে রেল কর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়।

ভোটমুখী তামিলনাড়ুতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ প্রায় এক কোটি নাম

চেন্নাই, ২৩ ফেব্রুয়ারি: বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হল তামিলনাড়ুতে। চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৯৭ লক্ষ ৩৭ হাজার মানুষের নাম। সোমবার প্রকাশিত তালিকায় রয়েছে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ ভোটারের নাম। এসআইআর-এর আগে এই সংখ্যাটি ছিল ৬ কোটি ৪১ লক্ষ।

তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন শিয়রেই। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, অসম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির সঙ্গেই দক্ষিণের এই রাজ্যে ভোট হওয়ার কথা। তার আগে সে রাজ্যে এসআইআর পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে দিল কমিশন। এই ভোটার তালিকা অনুযায়ীই নির্বাচন হবে সেখানে। কমিশনের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকায় 'আপডেটেশন'-এর কাজ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত যে কেউ ফর্ম ৬, ফর্ম ৭, ফর্ম ৮ জমা দিতে পারেন।

সোমবার চেন্নাইতে একটি সাংবাদিক বৈঠকে তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) অর্চনা পট্টনায়ক জানান, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে ৯৭ লক্ষ ৩৭ হাজার নাম বাদ যাওয়ার পাশাপাশি নতুন ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটারের নাম সংযুক্ত করা হয়েছে। এই ভোটারদের বয়স ১৮ থেকে ১৯-এর মধ্যে।

গত ১৯ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুতে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। ওই তালিকায় নাম ছিল ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫৬ জন ভোটারের। ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত নথি যাচাইয়ের কাজ চলে। এই সময়পর্বে যুক্ত হয় ২৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ভোটারের নাম। বাদ যায় ৪ কোটি ২৩ লক্ষ 'অবৈধ' ভোটারের নাম।

দ্বিতীয় পর্বে দেশের যে ন'টি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর চলছে, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরপ্রদেশ বাদে বাকিগুলিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আগামী শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা।

ট্রাম্পের চাপানো শুল্ক নিয়ে এখনই মত প্রকাশের সময় আসেনি: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: আমেরিকার নতুন শুল্কের কী প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় অর্থনীতিতে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। এমনটাই জানাচ্ছে দিল্লি। আমেরিকার পরিবর্তিত শুল্ক হারের প্রভাব নিয়ে মন্তব্য করার সময় এখনও আসেনি। সোমবার এ কথা জানালেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বাণিজ্য মন্ত্রক বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখছে বলেও জানান তিনি।

আমেরিকার এই নতুন শুল্কের কী প্রভাব পড়তে পারে ভারতের অর্থনীতিতে, তা নিয়ে সোমবার জানতে চাওয়া হয় নির্মলাকে। তবে এ বিষয়ে এখনই কিছু মন্তব্য করতে চাইছেন না তিনি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'এখনই মন্তব্য করাটা একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে। ভারতীয় অর্থনীতিতে এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে এর প্রভাব পর্যালোচনা করছে বাণিজ্য মন্ত্রক। পরবর্তী আলোচনায় কখন বসা হবে, তা নিয়েও সিদ্ধান্ত নেবে বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। তাই আমার পক্ষে এখনই মন্তব্য করা একটু তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে।'

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে শুল্ক নিয়ে আগেই ধাক্কা খেয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। আমেরিকার জাতীয় অর্থনৈতিক জরুরি আইন (ইন্টারন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইকনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট) ব্যবহার করে এই আইন প্রয়োগ করে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের উপর শুল্ক চাপিয়েছিলেন ট্রাম্প। তবে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, অসাংবিধানিক ভাবে ওই শুল্ক চাপানো হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খাওয়ার পরে সেই শুল্ক স্থগিত রাখারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই পৃথক ভাবে শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প। বস্তুত, ট্রাম্প নতুন শুল্ক ঘোষণার পর পরই নয়াদিল্লি থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। ভারত ওই দিন জানায়, সার্বিক পরিস্থিতির উপর কী প্রভাব পড়তে পারে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চার বাক্যে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বাণিজ্য মন্ত্রক জানায়, 'শুল্ক নিয়ে গতকাল মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে, তা আমাদের নজরে এসেছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও এ বিষয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। আমেরিকার প্রশাসন কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে। আমরা এই সকল বিষয়ের প্রভাব খতিয়ে দেখছি।'

কেন্দ্রের ওই বিবৃতির কথাই সোমবার ফের এক বার তুলে ধরেন নির্মলা। জানান, বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখছে বাণিজ্য মন্ত্রক। একই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকেও সতর্ক করে দেন তিনি। কারও প্রয়োজন না-থাকলেও তাদের ভুল বুঝিয়ে বিমা বিক্রি বন্ধ করার জন্য বলেন নির্মলা। তাঁর কথায়, ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের মূল কাজে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

দিল্লির বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কয়লা-ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে কেন্দ্রের মত চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি: বায়ুদূষণ ঠেকাতে দিল্লির ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও নতুন কয়লা-ভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবতের যে প্রস্তাব এসেছে, সে বিষয়ে কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, জাতীয় রাজধানী অঞ্চল থেকে সমস্ত কয়লা-নির্ভর শিল্পকে সরানোর যে দাবি উঠেছে, সে বিষয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে অবস্থান পরিষ্কার করতে বলেছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ।

দিল্লির জুড়ে বিভিন্ন আবাসন নির্মাণ ও ভাঙন কার্যক্রমের কারণে ধুলো মোকাবিলায় সিএকিউএম-এর তরফে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত অংশীদারের প্রতিক্রিয়াও চেয়েছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে 'শক্তির বিকল্প উৎস' সন্ধানের জন্য পরিকল্পনার প্রস্তাব জানাতে বলা হয়েছে দিল্লি ও তার পড়শি রাজ্যগুলিকে। ১২ মার্চ মামলার শুনানির সময় এ সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করতে হবে।

শীর্ষ আদালত সোমবার কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এমওইএফসিসি), এমওপিএনজি (পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক) এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রককে কাছে প্রতিক্রিয়া চাওয়ার পাশাপাশি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থান সরকারের কয়লা-ভিত্তিক শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের কাছ থেকে পরামর্শ এবং আপত্তি নথিভুক্ত করতে নোটিস জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। দিল্লির বায়ুদূষণে যানবাহনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণেও সক্রিয় হয়েছে তিন বিচারপতির বেঞ্চ। তারা 'কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট' (সিএকিউএম) এর পরামর্শের ভিত্তিতে ১২ মার্চ যানবাহনের মাধ্যমে বায়ুদূষণের বিষয়টি পর্যালোচনা করবে বলে জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট তার পর্যবেক্ষণে বলেছিল, দিল্লি এবং জাতীয় রাজধানী অঞ্চল (এনসিআর)-এর বায়ুদূষণ রুখতে সরকারি পদক্ষেপ পুরোপুরি ব্যর্থ। সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ জানিয়েছিল, দেশের রাজধানীর দূষণ রুখতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।

থাপ্পড়ের বদলা নিতে সহপাঠীকে ২৭ বার ধারাল অস্ত্রের কোপ

ভোপাল, ২৩ ফেব্রুয়ারি: থাপ্পড়ের বদলা নিতে কিশোরকে খুনের চেষ্টা করল সহপাঠীরা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিক বার কোপানো হল তাকে। তার পর সেই ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ অভিযুক্তেরাই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দিল! এই ঘটনা রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অভিযুক্তদের প্রত্যেকেরই বয়সের কারণে পরে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। আক্রান্ত কিশোর গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সিনেমার ধাঁচে ক্লাবে ঢুকছে দুই অভিযুক্ত। সকলের সামনেই তারা কিশোরকে এক কোণে নিয়ে যায় এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে। ৩০ সেকেন্ডে ২৭ বার কোপানো হয় কিশোরকে। তার পর আবার যে ভাবে এসেছিল, সে ভাবেই ক্লাব থেকে বেরিয়ে যায় দু'জন। কিশোরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শুধু হাতেই অন্তত ১০টি গভীর ক্ষত রয়েছে। আঘাত লেগেছে কাঁধ এবং পিঠে।

পাকিস্তানের দাবি মানতে নারাজ তালিবান সরকার

ইসলামাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি: আকাশপথে হামলা চালিয়ে আফগানিস্তানে ৭০ জন জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে, এমন দাবি করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। তবে জঙ্গি নয়, পাক হামলায় সাধারণ মানুষেরও মৃত্যু হয়েছে, পাল্টা দাবি করল আফগানিস্তানের তালিবান সরকার।

পাকিস্তানের উপ-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তালাল চৌধরি পাক সংবাদমাধ্যম 'জিয়ো নিউজ'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, আফগানিস্তানে চালানো হামলায় কমপক্ষে ৭০ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। পরে পাকিস্তানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানায়, মৃত জঙ্গির সংখ্যা ৭০ নয়, ৮০। যদিও মৃতের সংখ্যার সাপেক্ষে কোনও প্রমাণ দেখায়নি ইসলামাবাদ।

সেই নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই আফগান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ দাবি করেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁদের দেশের মধ্যে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। পকতিকা এবং নঙ্গরহার প্রদেশে বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করে হামলা চালানো হয়েছে। সেই হামলায় নারী, শিশু-সহ কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং আহত হয়েছেন। মুজাহিদ জোর দিয়ে জানান, ৭০ জন জঙ্গি নিহত হওয়া নিয়ে পাকিস্তানের দাবি 'ভুল'।

তবে পাকিস্তানের দাবি, এই হামলার মূল লক্ষ্য ছিল সীমান্ত সংলগ্ন জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া। আর সেটাই করা হয়েছে। আফগানিস্তানের পকতিকা, নঙ্গরহার এবং খোস্ত প্রদেশে অন্তত সাতটি গোপন জঙ্গিঘাঁটিতে সামরিক অভিযান চালানো হয়। সেই দাবি উড়িয়ে দিল তালিবান সরকার। আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, পকতিকা, নঙ্গরহারের বেসামরিক এলাকায় হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের বিমান বাহিনী। আফগানিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগও তুলেছে তালিবান সরকার।

TENDER NOTICE

Percentage rate E-Tender invited 1. **NIT No. 13/15th CFC/ CGP/ 2025-2026 Dt. 17-02-2026 & Memo No:- 1732(06)/APAS/CGP/2025-2026.** Last Date & Time of submission Bids. **26.02.2026.** Interested contractor / Agency may visit NOTICE BOARD of Chandpur Gram Panchayat.

Sd/ Prodhan
Chandpur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৫_২৬_২০। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** আপ লুপ লাইন এবং যাত্রীদের জন্য প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থার দ্বারা ডাউন মেন তথা আপ লুপ লাইনের সুবিধার অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতে চন্দ্রকোণা রোডে নতুন ইআই স্থাপন ও সূচনা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৯৮,৩০,৯০৭.৬২ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। বিশদ যে ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** (PR-1223)

e-TENDER NOTICE

e-TENDER invited by the undersigned for NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 10/2nd Call/CFC(Un-Tied)/2025-26.NIET No: WB/NADIA/BETHUADAHARI-I GP/NIET- 12/2nd Call/CFC(Tied)/2025-26. Dated: 23/02/2026. Bid submission closing date: 03/03/2026 at 12 noon (may be very as per availability of slot e-tender site). Technical Bid open: 06/03/2026 at after 2 PM. Details on: https://wbtenders.gov.in.

Sd/- Prodhan
Bethuadahari-I Gram Panchayat, Nakashipara Block, Nadia.

TENDER NOTICE

Tender is invited through online Bid System with The vide **NIT No:- 15/HPGP/2025-26 With Vide Memo No 605/1 (16)/ 15TH CFC (Tied)/ HPGP/ 2025-26 Dated: - 20/02/2026,** The Last date for submission of Bids **02/02/2026 upto 10.00 P.M.** For details please visit The Web **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-, Prodhan
Hariharpara Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
CORRIGENDUM NOTICE
Memo. No.: DMC/APAS/BR-2/20 **Dated: 21/02/2026**

NIT	Name Of The Work	AMOUNT	ID
121	Improvement of illumination with Steel Tubular Pole, LED light fittings & LT/OH Un- armoured Cable at Natun Pally near Kishore Sangha Club under Ward No-14 of Durgapur Municipal Corporation.	₹ 39,550.00	2026_MAD_5012085_2
514	Construction of Road at Central Store, Uttarpally, Ward 17, Booth-100, under DMC area.	₹ 2,80,099.00	2026_MAD_5012089_1
522	Community Toilet at Amrai Taj Para, Ward 12, Booth- 19, under DMC area.	₹ 8,09,538.00	2026_MAD_5012090_2

The Bid Submission Closing Date will be 26-02-2026 up to 1.00 PM and Bid Opening Date will 28-02- 2026 after 1.00 PM. The other terms and conditions will remain unchanged.
Sd/- Executive Engineer
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
CORRIGENDUM NOTICE
Memo. No.: DMC/APAS/BR-1/23 **Dated: 23/02/2026**

Sl.	NIT	Name of Work	Tender Id
1	WBDMC/W/335 (APAS) of 25-26 (3rd Call)	Construction of Drain from Krishna Bouri House to Naru Bouri House at Bauri Para, Borough-01, Booth No-15, Ward No.- 01	2026_MAD_5010776_3
2		Construction of Drain from Sahadev Shyamal House to Arup Pandey House at Bauri Para, Borough- 01, Booth No.- 15, Ward No.- 01	2026_MAD_5010776_4
3	WBDMC/W/327 (APAS) of 25-26 (3rd Call)	Construction of Seating arrangement in between Street No- 5 and 3 Krittibas under Booth No- 116, Ward No-04, DMC Area.	2026_MAD_5010709_1
4	WBDMC/W/349 (APAS) of 25-26 (3rd Call)	Construction of fencing at Dakshinanchal Durgapuja Ground, Vivekananda, within Ward No.- 08, under DMC.	2026_MAD_5010806_1
5	WBDMC/W/369 (APAS) of 25-26 (3rd Call)	Construction of Toilet Block and provision of Drinking Water Facility at St.-14 and 16, Shibaji, Booth No.-21, Ward No-10, Borough No.- 01.	2026_MAD_5010809_2

The Bid Submission Closing Date will be 27-02-2026 up to 10.00 AM in lieu of 23-02-2026 upto 9.00 AM and Bid opening Date will 28-02-2026 after 10.00 AM in lieu of 24-02-2026 after 10.00 AM. The other terms and conditions will remain unchanged.
Sd/- Executive Engineer
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of C.C. Road in different booth No.-240, in ward no.-20, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/299/BM/25-26/APAS 2nd call, Date: 23.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012868_1
1. Bid Submission Start date- **23.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **27.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **02.03.2026 at 18:55.** 4. Bid opening date- **05.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

SHORT TENDER NOTICEE-

E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:- **Name of the Work:** Shifting of existing 150mm dia D.I. pipe and laying of 100mm D.I. drinking water main pipe line at Baikunthapur in ward No. 14 under Rajpur Sonarpur Municipality. **NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/2111/25-26 Dated 20/02/2026. Estimated Amount:** ₹7,29,663.00/-. **Submission started date:** 24.02.2026 at 17-30 hrs. **Submission End date:** 10.03.2026 at 17-30 hrs. **Technical Bid opening date:** 12.03.2026 at 17-30 hrs. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Paschim Medinipur for the work :- Laying of Pipe Line of Leakage point with supplying, fitting and fixing of require materials at Different location within Ghatal Municipal Water Supply Scheme. **NIT no. WBMAD/GHATAL/WS/NIT-1e/2025-26, Dated: 23/02/2026, Tender ID : 2026_MAD_1013256_1 to 2.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

TENDER NOTICE

WBCADC is inviting e-tender for Electrification work of Agriculture Seed Go-down under RKVY Fund at Orgram Farm of WBCADC Kalna-II Project during the Financial Year 2025-26, [NIT No.- 50/2025-26 (2nd call), Tender Amount Rs. 2,05,993.00]. The intending tenderers will have to collect the tender documents within 02.03.2026 Up to 14.30 hours by downloading through the website stated below-
For details visit the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
DEPUTY SECRETARY
WBCADC

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of Surface drain in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/APAS/I (3rd call), Date: 23.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5012864_1
1. Bid Submission Start date- **23.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **27.02.2026 at 14.00.** 3. End date- **02.03.2026 at 18:55.** 4. Bid opening date- **05.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

TENDER NOTICE

e-Tenders are invited by the **Officer-In-Charge, WBCADC, Berhampore Project** against **NIT No. 06/2025-2026, Dated: 20.02.2026** for **Repair, Renovation & Upgradation for Guest House of LMTC (i.e. land Management Training Centre) under DL&LRO, Murshidabad.** The intending tenderers will have to collect the tender documents within **06.03.2026** up to **17.30 hrs.** for any details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Officer-In-Charge
WBCADC, Berhampore Project

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং এমসি_ডব্লুসি_কম্পোজিট_সিওয়াইএলএল_২৬, তারিখ ১৭.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজ করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার বয়ানে ''সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম''-এ সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম/বিবরণঃ** ''শিয়ালদহ ডিভিসনে ৬ কেজি এবিসি পাউডার ব্যবহার করে কম্পোজিট সিলিন্ডার ফায়ার এক্সিটিংগুইশার (ধাতব স্ট্র্যাপ সমেত) সরবরাহ ও ফিট করার কাজ''। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৯৫,৮৯,৫২৮ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,৪৮,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ২৬.০২.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৩.২০২৬ দুপুর ১টা। **www.ireps.gov.in** (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি এবং কোনো সংশোধনী সংযোজিত হলে তা দেখা এবং ডাউনলোড করা যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। SDAH-410/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Madhugari Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Chechania, Nadia. **NIET No. 05/15th CFC/ Madhugari/2025-26,** Last date of submission **06.03.2026 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

NOTICE

E.E. Berhampore Division – I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTIC EINVITING QUOTATION NO.- 02 OF 2025-2026 for the work of-
Name of works –
1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Sagardighi Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I,P.W.Dte.
3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Samserganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I,P.W.Dte.
4. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
5. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Berhampore Police Station under Murshidabad Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division-I, P.W.Dte.
OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 02 OF 2025-2026.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division–I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **25/02/2026 upto 01.00 PM.**
Last date and time of issuance of Quotation documents on **25/02/2026 upto 04.00 PM**.
Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **26/02/2026 upto 04.00 PM**.
Opening of financial bid on **26/02/2026 at 05.00 PM.**

Sd/-Executive Engineer,
P.W.D. Berhampore Division-I

DIAMOND HARBOUR MUNICIPALITY
Diamond Harbour, 24-Pgs(S), WB: 743331
E-TENDER

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 01 (One) no. of work from outside bonafide and resourceful contractors having credential of similar nature of work.
eNIT No.: WBMAD/ULB/DHM/NIT- 09/373(e)/2025-2026
Memo No.: K-12(Tender)/A-55/DHM Dated -21.02.2026
Bid Submission End date: **11.07.2024**
Detailed information available in the departmental website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), in Ward No.-09,15 within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference:
WBMAD/NIeT/311/BM/2025-26/APAS 2ND CALL, WBMAD/NIeT/312/BM/2025-26/APAS 2ND CALL
Date: 23.02.2026.
1. Last date of receiving application documents- **02.03.2026 at 2:00 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **05.03.2026 at 12:00 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **06.03.2026 at 2:00 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **06.03.2026 at 4:00 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ওয়েবসাইট : **www.hmcgov.in**

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার,এইচএমসি- এইচএমসি এলাকায় ১(পাঁচ) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (চলতি তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি, এবং জীবনপঞ্জি সহ প্রস্তাব দাখিল করবেন। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ **২৩.০২.২০২৬ সন্ধে ৬ টা থেকে।**
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ **০৪.০৩.২০২৬ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।**
অনুগ্রহ করে দেখুন : **https:wbtenders.gov.in,** এনআইটি নং **10-TN/EE/P&D/25-26** তারিখ : ২৩.০২.২০২৬
৩১২(১)/২৫-২৬ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
২৩.২.২৬ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender

e-Tender has been invited by the undersigned for **02 (two) nos.** schemes under **15th CFC(25-26)** bearing **NIeT No- 45/SU/2025-26, Office Memo No-75/PS, dt. 19.02.2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_1010997_1-2)** for Jal Satra. Online bid submission will end on **28.02.2025 at 6:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
Re E-TENDER INVITING NOTICE

Re-Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for development works vide **e-NIT No. -13, Sl. No.-1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, Fund : APAS.** Published date: **23/02/2026.** Date of Closing : **28/02/2026.** Date of Opening: **02.03.2026.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Memo. No.: DMC/APAS/BR-5/012-(3) (EXT) **Dated: 23/02/2026**
CORRIGENDUM NOTICE

TENDER Ref. No.	TENDER ID
WBDMC/W/479(APAS) of 25-27 (3rd Call)	2026_MAD_5012344_1

The Bid Submission Closing Date will be 27/02/2026 up to 9:00AM in lieu of 23/02/2026 up to 9:00AM and Bid Opening Date will 02/03/2026 up to 9:00AM in lieu of 25/02/2026 up to 9:00AM. The other terms and conditions will remain unchanged.
Sd/- Executive Engineer
For details : **https://tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মেধা যাচাই নাকি মেধার বিকাশ: ভীতিহীন শৈশব পেরিয়ে আনন্দময় শিক্ষার উত্তরণ

নাম রীপা পাল

একসময় শিক্ষা বলতে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন এবং বছরের শেষে একটি নির্দিষ্ট দিনে তিন ঘণ্টার পরীক্ষার খাতায় তার উগড়ে দেওয়াকে বোঝাত। কিন্তু যুগ পাল্টেছে। মনোবিজ্ঞানীরা আজ একস্বরে স্বীকার করছেন যে, শিশুর বা শিক্ষার্থীর 'সার্বিক বিকাশ' নিশ্চিত করতে হলে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির চেয়ে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনেক বেশি গ্রহণীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত।

সাধারণ মানুষের ধারণা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞানের ভাষায় এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।

পরীক্ষা (Examination): পরীক্ষা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে, নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীর অর্জিত জ্ঞান যাচাই করার প্রক্রিয়া। এটি সাধারণত স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভরশীল। এখানে বিচার্য বিষয় হলো; শিক্ষার্থী কতটা মুখস্থ করতে পেরেছে এবং কতটা নির্ভুলভাবে তা খাতায় লিখতে পেরেছে। পরীক্ষা মূলত ফলাফলের ওপর জোর দেয়। এখানে পাস-ফেল বা নম্বরের কড়াকড়ি থাকে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতি ও হতাশা তৈরি করে।

মূল্যায়ন (Evaluation): অন্যদিকে, মূল্যায়ন হলো একটি ব্যাপক ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এটি কেবল বছরের শেষে হয় না, বরং সারা বছর ধরে চলতে থাকে। মূল্যায়নের লক্ষ্য কেবল পুঁথিগত জ্ঞান যাচাই করা নয়, বরং শিক্ষার্থীর আচরণ, আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, শারীরিক সক্ষমতা এবং সামাজিক দক্ষতা যাচাই করা। এটি ফলাফলের চেয়ে প্রক্রিয়ার ওপর বেশি জোর দেয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য বিচার করা নয়, বরং শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাকে শুধরে দেওয়া।

আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে এলেও শিশুর সার্বিক বিকাশে এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভালো নম্বর পাওয়ার সহজ উপায় হলো নোটস মুখস্থ করা। এতে শিশুর মৌলিক চিন্তাশক্তি বা সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যায়। তারা 'কেন' বা 'কিভাবে' প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেয়ে 'কি' প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত থাকে।

'পরীক্ষা' শব্দটিই শিশুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পরীক্ষার আগে ঘুমানোর সমস্যা, খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম এবং তীব্র উদ্বেগ দেখা দেয়। অনেক সময় আশানুরূপ ফল না হলে শিশুরা চরম হতাশায় ভোগে, এমনকি আত্মহননের মতো পথও বেছে নেয়।

একটি শিশু সারা বছর খুব ভালো পড়াশোনা করল, কিন্তু পরীক্ষার দিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল বা কোনো কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকল। ফলে তার পরীক্ষা খারাপ হলো। গতানুগতিক পরীক্ষায় সেই তিন ঘণ্টার পারফরম্যান্স দিয়েই তাকে বিচার করা হয়, যা তার প্রকৃত মেধার পরিচয় বহন করে না।

পরীক্ষা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক দিকটি যাচাই করে। কিন্তু একটি শিশু ভালো গাইতে পারে কিনা, সে ভালো খেলে কিনা, বা তার নেতৃত্বের গুণাবলী আছে কিনা; তা পরীক্ষার খাতায় ধরা পড়ে না।

বর্তমান সময়ে শিশুর সার্বিক বিকাশে বেশি জোর দেওয়া হয়। 'সার্বিক বিকাশ' বলতে বোঝায়;শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক এবং নৈতিক বিকাশ। এই লক্ষ্য অর্জনে মূল্যায়ন বেশি গ্রহণ যোগ্য।

মূল্যায়ন ব্যবস্থায় 'পাস-ফেল' এর ভয় থাকে না। এখানে গ্রেডিং সিস্টেম বা মানউন্নয়নের সুযোগ থাকে। শিক্ষক যখন সারা বছর ধরে ক্লাসে শিক্ষার্থীর পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করেন, তখন শিশু অনেক বেশি সাবলীল থাকে। ভয় না থাকলে শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। মূল্যায়ন শিশুকে শেখায় যে ভুল করা দোষের নয়, বরং ভুল থেকেই শিক্ষা নিতে হয়।

প্রতিটি শিশুই অনন্য। কেউ গণিতে ভালো, আবার কেউ ছবি আঁকায়। কেউ চুপচাপ স্বভাবের, আবার কেউ খুব ভালো বক্তা। পরীক্ষা পদ্ধতিতে কেবল গণিত বা বিজ্ঞানের নম্বর দিয়ে মেধা বিচার করা হয়, ফলে যে শিশুটি ছবি আঁকায় দক্ষ, সে নিজেকে 'অমেধাবী' মনে করে হীনম্মন্যতায় ভোগে। কিন্তু সার্বিক মূল্যায়নে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, গান-বাজনা, বিতর্ক, সমাজসেবা এবং আচরণের ওপরও নম্বর বা গ্রেড থাকে। এতে সব ধরণের প্রতিভার স্বীকৃতি মেলে এবং শিশুর আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

পরীক্ষার কাজ হলো রায় দেওয়া;কে প্রথম আর কে শেষ। কিন্তু মূল্যায়নের কাজ হলো ডাক্তারের মতো রোগ নির্ণয় করা। কোনো শিক্ষার্থী যদি অংকে কাঁচা হয়, মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন কেন সে পারছে না। তার কি বুঝতে সমস্যা, নাকি ভীতি কাজ করছে? এরপর শিক্ষক সেই অনুযায়ী নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ, মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে বাতিল করে না, বরং তাকে গড়ে তোলে।

পুঁথিগত বিদ্যা আমাদের ডিগ্রি দেয়, কিন্তু জীবন দক্ষতা আমাদের বাঁচতে শেখায়। সহমর্মিতা, দলগতভাবে কাজ করা, সমস্যা সমাধান এবং যোগাযোগ দক্ষতা;এগুলো পরীক্ষার খাতায় লেখা যায় না। এগুলো ক্লাসরুমে, খেলার মাঠে এবং সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে তৈরি হয়। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক লক্ষ্য করেন একটি শিশু তার সহপাঠীদের সাথে কেমন ব্যবহার করছে, সে কতটা দায়িত্ববান এবং সত্যবাদী।

মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের মানসিকতায় বড় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

শিক্ষক কে কেবল তথ্য সরবরাহকারী হলে চলবে না, তাকে হতে হবে পর্যবেক্ষক এবং গাইড। ক্লাসের প্রতিটি শিশুর দিকে আলাদা নজর দেওয়া এবং তাদের ব্যক্তিগত উন্নতি রেকর্ড করা শিক্ষকের দায়িত্ব। এটি সময় সাপেক্ষ হলেও দীর্ঘ মেয়াদে অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

পাশাপাশি আমাদের সমাজে অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরণের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বা 'ইঁদুর দৌড়' লক্ষ্য করা যায়। আমার সন্তানকে 'ফার্স্ট' হতেই হবে;এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অভিভাবকদের বুঝতে হবে, তাদের সন্তান কোনো রোবট নয়। ৯০ শতাংশ নম্বর পাওয়ার চেয়ে সন্তান একজন ভালো মানুষ হচ্ছে কিনা, সে মানসিকভাবে সুস্থ ও আনন্দিত কিনা;সেটাই মূল্যায়নের আসল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

একটি মানবিক ভবিষ্যতের দিকে: পরিশেষে বলা যায়, 'পরীক্ষা' হলো একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, আর 'মূল্যায়ন' হলো একটি মানবিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া। শিশুকে যদি আমরা কেবল একটি তোতাপাখি হিসেবে তৈরি করতে চাই, তবে পরীক্ষাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি আমরা চাই আমাদের শিশুরা যুক্তিবাদী, সৃজনশীল, মানবিক এবং আত্মবিশ্বাসী নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠুক, তবে মূল্যায়নের কোনো বিকল্প নেই।

পরীক্ষা ভীতি তৈরি করে, মূল্যায়ন কৌতূহল জাগায়। পরীক্ষা বিচার করে, মূল্যায়ন বিকশিত করে। শিশুর কাঁধ থেকে ভারী ব্যাগের বোঝা এবং মনের ভেতর থেকে ব্যর্থতার ভয় দূর করতে হলে আমাদের পরীক্ষার সনাতন গণ্ডি পেরিয়ে মূল্যায়নের মুক্ত আকাশ বেছে নিতে হবে। কারণ, শিক্ষা মানে কেবল তথ্য জানা নয়, শিক্ষা মানে নিজেকে জানা এবং নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলা।

তাই শিশুর সার্বিক বিকাশে পরীক্ষার চেয়ে মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকরী। আসুন, আমরা আমাদের শিশুদের নম্বরের পেছনে না ছুটিয়ে, প্রকৃত জ্ঞান ও মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে দিই।

সাতকাহন

JEE-Main-এ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অ্যালেন কলকাতার শিক্ষার্থীদের

কলকাতা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) ঘোষিত JEEéôéMain 2026-এর জানুয়ারি সেশনের ফলাফলে অ্যালেন কলকাতার শিক্ষার্থীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অ্যালেন কলকাতা সেন্টারের প্রধান দেবাশিস সান্যাল জানান, অ্যালেনের কলকাতা ক্লাসরুম শিক্ষার্থী নীলাঞ্চন মণ্ডল ৯৯.৯৩৭৭২২৮ পারসেন্টাইল অর্জন করেছে। একইভাবে, তনভি ঝুনঝুনওয়ালা পেয়েছে ৯৯.৯০ পারসেন্টাইল। তনভি গত দুই বছর ধরে অ্যালেন কলকাতার নিয়মিত ক্লাসরুম শিক্ষার্থী। তিনি আরও জানান, অ্যালেন কলকাতার মোট ৩৬ জন পড়ুয়া ৯৯ পারসেন্টাইল বা তার বেশি স্কোর করেছে এবং ৮৫ জন পড়ুয়া ৯৫ পারসেন্টাইল বা তার বেশি নম্বর অর্জন করেছে। অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের সিইও নীতিন কুকরেজা জানান, সারা দেশে মোট ১২ জন পরীক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে ১০০ পারসেন্টাইল অর্জন করেছে, যার মধ্যে ৮ জনই অ্যালেনের শিক্ষার্থী। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে ঘোষিত ১৮ জন স্টেট টপার অ্যালেন ক্যারিয়ার ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী।

আকাশ ইনস্টিটিউট ডব্লিউবিসিএচএসই শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করেছে

২১ ফেব্রুয়ারি আকাশ ইনস্টিটিউট ঘোষণা করেছে তারা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ এর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা একটি বিশেষায়িত একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের নতুন সেমিস্টার-ভিত্তিক সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং নীট ও ডব্লিউবি-জি এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি দেওয়া। নতুন চার-সেমিস্টার কাঠামোতে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে গাইড করার জন্য শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে এই প্রোগ্রামটি ডিজাইন করা হয়েছে। আকাশ ইনস্টিটিউটের পরিচালক শ্রী তিলক রাজ খেমকা, ডব্লিউবিসিএচএসই শিক্ষার্থীদের একাডেমিক এবং প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা অনুযায়ী একটি শিক্ষণ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করার উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ময়দান

T20 WORLD CUP 2026

প্রস্তুতিহীন ভারত, ভুল ম্যাচ-আপের মাসুল!

অশ্বিন-গাভাসকরের তীব্র আক্রমণে সূর্যদের কৌশল

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে ভারতের ৭৬ রানের হারের পর প্রশ্নের মুখে পড়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে ব্যাটিং কৌশল;সবকিছুই। ম্যাচের পর বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর সাফ বক্তব্য, কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই নেমে পড়েছিল ভারত। এই হারে যে শুধু স্কোরলাইনের ব্যর্থতা নয়, বরং পরিকল্পনা ও মানসিকতার ঘাটতিই প্রকট;সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন অশ্বিন।

রবিবার ম্যাচের পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ক্ষোভ উগরে দেন অশ্বিন। তিনি বলেন, ম্যাচ আপের কথা বলে দল ভাঙা-গড়ার জায়গা আইপিএলের জন্য ঠিক আছে। কিন্তু আইসিসি টুর্নামেন্টে নামলে একটা স্থির দল ধরে রাখা খুব জরুরি।দ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ম্যাচের পর জানিয়েছিলেন, ম্যাচ আপের কারণেই সহঅধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল-কে খেলানো হয়নি। এই ব্যাখ্যাকে কার্যত নস্যাৎ করে দিয়ে অশ্বিন স্মরণ করিয়ে দেন, টি-টোয়েন্টিতে অক্ষর কতটা কার্যকর, তা ভুলে গেলে চলবে না। বিশেষ করে ২০২৪ বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

শুধু দল নির্বাচন নয়, ব্যাটিং অর্ডার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অশ্বিন। কেন রিঙ্কু সিং-কে আট নম্বরে নামানো হল, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি। রবিবার পাঁচ নম্বরে নেমেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর, কিন্তু মাত্র ১১ রান করেই ফিরে যান। অশ্বিনের মতে, চাপের মুহূর্তে অভিজ্ঞ ও স্বাভাবিক ব্যাটারদের উপরে ভরসা রাখা দরকার ছিল।

একই সুরে কঠোর সমালোচনা করেছেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। তাঁর অভিযোগ, ভারতীয় ব্যাটাররা এলোপাথাড়ি ব্যাট চালাচ্ছে, পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে না। গাভাসকরের কথায়, 'দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা মাঠের মাঝখান দিয়ে শট খেলে ইনিংস গড়েছে।' তিনি উদাহরণ হিসেবে ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ও ডেভিড মিলার-এর কথা উল্লেখ করেন। বল ব্যাটে না এলে তাঁরা শর্ট বলকে কাজে লাগিয়ে রান তুলেছেন এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন।

গাভাসকরের মতে, 'সব বলে ব্যাট চালানোই একমাত্র উপায় নয়। ধরে ধরে ইনিংস গড়তে হত।' অর্থাৎ অভিষেক শর্মা-দের অতিরিক্ত আগ্রাসী ব্যাটিং নীতি সব ম্যাচে কার্যকর হবে না; এই বার্তাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন 'লিটল মাস্টার'। অন্যদিকে, দক্ষিণ আফ্রিকা অপেক্ষাকৃত কম রানের পুঁজি নিয়েও পরিকল্পনা বদলায়নি, বুদ্ধি খাটিয়ে বল করেছে।

সব মিলিয়ে, এই হারে ভারতীয় শিবিরে যে গভীর আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, তা স্পষ্ট। প্রস্তুতির অভাব, দল নির্বাচন নিয়ে দ্বিধা এবং ম্যাচের পরিস্থিতি না বোঝার মাশুলই দিতে হয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের;এমনটাই মত প্রাক্তনীদের।

ওয়াংখেড়েতে তান্ডব ক্যারিবিয়ানদের! জিম্বাবোয়েকে উড়িয়ে চাপ বাড়াল সূর্যকুমারদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সুপার এইটে উঠে এলেও ভারতের মাটিতে প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেল জিম্বাবোয়ে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর কাছে কার্যত একপেশে লড়াইয়ে হার মানতে হল জিম্বাবোয়ে-কে। অধিনায়ক সিকন্দর রাজা-র আঙুলের চোট ম্যাচের আগেই জিম্বাবোয়ে শিবিরের উদ্বেগ বাড়িয়েছিল, মাঠের ফলাফল সেই দুশ্চিন্তাকেই আরও গভীর করল।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম-এ টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন রাজা। শুরুটা যদিও ক্যারিবিয়ানদের পক্ষে খুব একটা স্বস্তির ছিল না। দুই ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং (৯) এবং অধিনায়ক শাই হোপ (১৪) দ্রুত ফিরে যান। ৫৪ রানে ২ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেন তিন নম্বরে নামা শিমরন হেটমেয়ার ও রভম্যান পাওয়েল।

হেটমেয়ার শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাটিং করেন। মাত্র ১৯ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরির নজির গড়েন তিনি। শতরান হাতছাড়া হলেও ৩৪ বলে ৮৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন, যেখানে ছিল ৭টি চার ও ৭টি ছক্কা। অন্য প্রান্তে পাওয়েল প্রথমে ইনিংস গুছিয়ে নিলেও হেটমেয়ার আউট হওয়ার পর তিনিও আক্রমণে যান। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৩৫ বলে ৫৯ রান, ৪টি চার ও ৪টি ছয়ের সাহায্যে।

শেষের দিকে ঝড় তোলেন শারফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড ও জেসন হোল্ডার। রাদারফোর্ড ১৩ বলে অপরাজিত ৩১, শেফার্ড ১০ বলে ২১ এবং হোল্ডার ৪ বলে ১৩ রান করেন। সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থামে ৬ উইকেটে ২৫৪ রানে;এ বারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ দলগত স্কোর এবং টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

২৫৫ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যস্ত জিম্বাবোয়ে। তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ব্রায়ান বেনেট ও রায়ান বার্ল দ্রুত আউট হয়ে যান। কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন ডিয়ন মেয়ার্স ও রাজা, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। সাত নম্বরে নেমে ইভান্স ২১ বলে ৪৩ রান করে ইনিংসকে কিছুটা ভদ্রস্থ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭.৪ ওভারে ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবোয়ে।

এই জয়ের ফলে সুপার এইট গ্রুপ ওয়ানে নেট রান রেটে শীর্ষে উঠে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পয়েন্ট সমান হলেও তাদের নেট রান রেট অনেকটাই এগিয়ে। অন্যদিকে ভারত ও জিম্বাবোয়ের ঝুলিতে এখনও পয়েন্ট নেই। সেমিফাইনালে উঠতে হলে ভারতের সামনে এখন জিম্বাবোয়েকে বড় ব্যবধানে হারানোর পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধেও জয়ের কঠিন সমীকরণ।

বছর পেরিয়ে যুবভারতীতে ফের নায়ক দিমিত্রি

চেন্নাইয়ান এফসি-কে হারাল সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবারের যুবভারতীতে আইএসএলে মোহনবাগান বনাম চেন্নাইয়ান এফসির ম্যাচ এতটা একপেশে হবে কেউ আশা করেনি। কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে আইএসএলের শুরুটা ভালোই করেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। তবে শক্তিশালী রক্ষণভাগ থাকা প্রীতম কোটালদের চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে এত সহজ জয় পেয়ে বাগান কোচ লোবেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দলকে ২-০ গোলে হারাল মোহনবাগান। বাগানের দুই অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেন ও দিমিত্রি পেত্রাতোস গোল করেছেন। এক বছর পর যুবভারতীতে আবারও নায়ক বাগান জনতার নয়নের মণি দিমি।

গত বছর আজকের দিনেই এই যুবভারতীতে দিমির গোলে ওড়িশা এফসিকে হারিয়ে লিগ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। তারপর কেটে গিয়েছে অনেকগুলি দিন। বাগানের প্রাক্তন কোচ জোসে মোলিনার নেতৃত্বে প্রথম একাদশে সুযোগ পেতেন না দিমি। খারাপ ফর্ম সঙ্গী ছিল বাগান তারকার। তবে এক বছর পর গোল করে আবারও নায়ক দিমিত্রি। গোটা ম্যাচ জুড়ে চেন্নাইয়েন এফসি একেবারেই দাগ কাটতে পারেনি। রবসন-দিমি-ম্যাকলারেনকে আটকাতেই হিমশিম খাচ্ছিল গোটা দল। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ লগ্নে গোল পেল মোহনবাগান। কিছুক্ষণ আগেই চেন্নাইয়ান গোলকিপার নওয়াজ চোট পেয়ে বেরিয়ে যান। পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামেন সামিক। দুর্দান্ত থ্রু-বল পেয়ে ম্যাকলারেন জালে জড়িয়ে দেন। ৬৫ মিনিটে গত ওড়িশা ম্যাচের স্মৃতি ফিরিয়ে গোল করলেন দিমিত্রি। বাঁ দিক থেকে বক্সের ভেতরে শুভাশিষ একটি দুর্দান্ত ক্রস দেন দিমির উদ্দেশ্যে। দূরের পোস্টে থাকা দিমি দ্রুত শট নিয়ে গোল করেন। এরপরও অসংখ্য সুযোগ পেয়েছে মোহনবাগান। তবে গোলসংখ্যা আর বাড়েনি।